Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Ashar 22, 1433 Bangla, July 06, 2026, Monday, No. 181, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has urged President Guard Regiment not to make distance head of government from people on security ground. [R. Today: 25]

Tarique Rahman has stressed on increasing renewable energy and massive tree plantation in country. [Jago FM: 16]

Govt. has banned use of Prime Minister's photograph on banners, festoons and billboards prepared for any government programme. [BBC: 03]

Information and Broadcasting Minister has said, existing laws & policies under his ministry's jurisdiction will be updated. [Jago FM: 19]

Foreign Minister has informed that surveillance & vigilance along Myanmar border have been increased. [R. Today: 25]

Seven more children have died from measles-like symptoms in country. [BBC: 04]

Road Safety Foundation has informed that 438 people have been killed in 472 road accidents across country in last month. [R. Today: 23]

Ayatollah Ali Khamenei's funeral prayer has been held at Tehran's central mosque. [BBC: 11]

US President Donald Trump has claimed that Iranian military has been completely destroyed. [BBC: 11]

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
আষাঢ় ২২, বাংলা ১৪৩৩, জুলাই ০৬, ২০২৬, সোমবার, নং- ১৮১, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

নিরাপত্তা কৌশলে সরকারপ্রধানকে জনগণ থেকে দূরে না রাখতে পিজিআরের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান । [রে. টুডে: ২৫]

জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, বন সংরক্ষণ এবং ব্যাপক বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কার্বন শোষণ বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন তারেক রহমান । [জাগো এফএম: ১৬]

সরকারি অনুষ্ঠানের ব্যানার, ফেস্টুন ও বিলবোর্ডে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ছবি ব্যবহার নিষিদ্ধ করে পরিপত্র জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। [বিবিসি: ০৩]

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান আইন , বিধি ও নীতিমালা সময়োপযোগী করা হবে --- বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী। [জাগো এফএম: ১৯]

মিয়ানমার সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী । [রে. টুডে: ২৫]

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও সাত শিশুর মৃত্যু। [বিবিসি: ০৪]

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন জানায় , দেশে গত জুন মাসে ৪৭২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৩৮ জন নিহত । [রে. টুডে: ২৩]

তেহরানের কেন্দ্রীয় মসজিদে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজা অনুষ্ঠিত । [বিবিসি: ১১]

ইরানের সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে - দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। [বিবিসি: ১১]

বিবিসি

সরকারি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি ব্যবহার নিষিদ্ধ

বাংলাদেশে সরকারি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তৈরি করা ব্যানার, ফেস্টুন ও বিলবোর্ডে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ছবি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রোববার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে, সরকারি অনুষ্ঠানের ব্যানার, ফেস্টুন ও বিলবোর্ডে অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে প্রয়োজনীয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। বিষয়টি অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে বলে পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে সরকারি অনুষ্ঠান এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রধানমন্ত্রী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ছবি ব্যবহার করে ব্যানার, ফেস্টুন ও বিলবোর্ড তৈরি করার প্রচলন রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে নানা সময়ে আলোচনা ও সমালোচনাও হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

আয়কর নিরীক্ষা থেকে অব্যাহতির নামে প্রতারণার বিষয়ে সতর্ক করল এনবিআর

আয়কর নথি নিরীক্ষা থেকে অব্যাহতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে করদাতাদের কাছে টাকা দাবি করছে প্রতারকদের একটি চক্র। এ ধরনের ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য সতর্ক করেছে জাতীয় রাস্ব বোর্ড (এনবিআর)। রোববার সকালে এ সংক্রান্ত একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে এনবিআর। সেখানে বলা হয়েছে, এনবিআরের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী করদাতার কর নথি নিরীক্ষার বিষয়ে ব্যক্তিগত মুঠোফোন নম্বর বা অননুমোদিত মাধ্যমে করদাতাদের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করেন না। নিরীক্ষার জন্য ফাইল নির্বাচিত হলে নিয়মানুযায়ী সেটা লিখিত নোটিশের মাধ্যমে করদাতাকে জানানো হয়। ফলে কেউ যদি এনবিআরের কর্মকর্তা সেজে অর্থ দাবি করেন, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ থানায় বিষয়টি জানানোর অনুরোধ জানিয়েছে এনবিআর। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ছাগলকাণ্ডে আলোচিত মতিউরের অভিযোগ গঠনের শুনানি শেষ, আদেশ ২১শে জুলাই

ছাগলকাণ্ডে আলোচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক কর্মকর্তা মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলার অভিযোগ গঠনের শুনানি শেষ হয়েছে। এবিষয়ে আদেশ হওয়ার জন্য আগামী ২১ জুলাই দিন ধার্য করেছেন আদালত। রোববার ঢাকার বিভাগীয় স্পেশাল জজ বিচারক বি এম তারিকুল কবির শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। শুনানির আগে কারাগার থেকে মি. রহমানকে আদালতে হাজির করা হয়। আদালতের কাছে তিনি নিজেকে নির্দোষ করে করেন। ২০২৩ সালের কোরবানি ঈদের আগে মি. রহমানের ছেলে ১৫ লাখ টাকায় ছাগল কিনলে ঘটনাটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা তৈরি হয়। ঘুস ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে। পরে অভিযোগ তদন্ত করে ২০২৪ সালে মি. রহমান ও তার দ্বিতীয় স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে দুটি মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন। ২০২৫ সালের ১৪ই জানুয়ারি ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) মি. রহমানকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে তিনি কারাগারেই আছেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

কয়েকটি জেলায় ভারি বর্ষণের আভাস, পাহাড় ধসের আশঙ্কা

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী ৭২ ঘণ্টায় ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। সেই সাথে অতি বৃষ্টির কারণে কোথাও কোথাও সাময়িক বা অস্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা এবং ভূমিধস হতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তর রোববার দুপুরে এক পূর্বাভাসে এ কথা বলেছে। রোববার দুপুর ১টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, নিম্নচাপের প্রভাবে রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। টানা বর্ষণের ফলে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর কোথাও কোথাও সাময়িকভাবে বা অস্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি অতি বৃষ্টির কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধস হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। অন্যদিকে, বর্তমানে বিভিন্ন জেলায় যে মৃদু তাপপ্রবাহ চলছে, বৃষ্টির ফলে সেটি কিছুটা কমে আসবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

উত্তর বঙ্গোপসাগরে মৌসুমি নিম্নচাপ, সমুদ্রবন্দরে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত

উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলীয় এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি ঘণীভূত হয়ে একই এলাকায় মৌসুমি নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে বলে আবহাওয়ার সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে। আবহাওয়ার এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এই সতর্কবার্তা দিয়েছে অধিদপ্তর। এতে বলা হয়েছে, এটি দুপুর ১২টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৫১০ কি. মি. পশ্চিম-দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৫২০ কি. মি. পশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ২৮৫ কি. মি. পশ্চিম-দক্ষিণ পশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৩৪০ কি. মি. পশ্চিম-দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছিল। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই মৌসুমি নিম্নচাপটি পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে উত্তর উড়িষ্যা উপকূল অতিক্রম করতে পারে বলে সতর্কবার্তায় জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এর প্রভাবে সমুদ্র বন্দরগুলো, উত্তর

বঙ্গোপসাগর এবং এই সংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে অধিদপ্তর। নিম্নচাপ কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর উত্তাল রয়েছে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরগুলোকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। একইসঙ্গে, উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এদিকে, পৃথক আরেকটি পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, সিলেট, কক্সবাজারসহ ১৮ জেলায় দমকা বা ঝড়োহাওয়াসহ অস্থায়ীভাবে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার ওপর দিয়ে পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা বা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নৌবন্দরগুলোকে এক নম্বর পুনরায় এক নম্বর সংকেত দেখাতে নির্দেশ দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। রাত একটা পর্যন্ত এই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক মারা গেছেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বাংলা অ্যাকাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক ৮৬ বছর বয়সে মারা গেছেন। রোববার মিরপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন বাংলা অ্যাকাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম। "দুপুরে উনি পরিবারের সঙ্গে একটি রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছিলেন। সেখানে হঠাৎ অসুস্থবোধ করায় পাশেই একটি হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন বলে আমরা জেনেছি,„ বলেন অধ্যাপক আজম। অধ্যাপক হকের জন্ম ১৯৪০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া গ্রামে। একাধারে প্রাবন্ধিক, গবেষক ও সাহিত্য সমালোচক এই শিক্ষক তার কর্মজীবনে ২০টিরও বেশি বই লিখেছেন। সেগুলোর মধ্যে `একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন,, `রাজনীতি দর্শন,, `সাহিত্য চিন্তা, `সংস্কৃতির সহজ কথা, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেইসঙ্গে, `সুন্দরম, ও `লোকায়ত, নামে দুটি সাময়িকপত্রের সম্পাদনাও করতেন তিনি। ছিলেন সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিতে সোচ্চার 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা রক্ষা কমিটির, আহ্বায়ক। নিজের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে অধ্যাপক হককে ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০২৪ সালের অক্টোবরে তাকে তিন বছরের জন্য বাংলা অ্যাকাডেমির সভাপতি নিযুক্ত করে সরকার। তার একমাত্র ছেলে ফয়সল আরেফিন দীপন ২০১৫ সালের ৩১ অক্টোবর ঢাকার শাহবাগ এলাকায় অবস্থিত আজিজ সুপার মার্কেটে নিজের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে হত্যার শিকার হন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ নারগীস)

২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে কারো মৃত্যু না হলেও একইসময়ে হামের উপসর্গজনিত রোগে মারা গেছে সাত শিশু

গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে কারো মৃত্যু না হলেও একই সময়ে হামের উপসর্গজনিত রোগে সাত শিশু মারা গেছে। রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পৃথক দুইটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে। হামের উপসর্গজনিত কারণে মারা যাওয়া সাত জনের মধ্যে চার শিশুই ঢাকায় মারা গেছে। সিলেট, বরিশাল ও খুলনা বিভাগে বাকি তিন শিশু মারা গেছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গজনিত রোগে ৬৪৫ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া হামে মারা গেছে ৯৩ জন। এদিকে, ডেঙ্গুর পৃথক আরেকটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় এডিস মশাবাহী এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৭১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এই সময় ডেঙ্গুতে কেউ মারা যাননি। ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের হাসপাতালগুলোতে ৫৭ জন ভর্তি হয়েছেন। দুই সিটি করপোরেশনের বাইরে ঢাকা বিভাগে ৪৫ জন, বরিশাল বিভাগে ৬৩ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩০ জন, খুলনা বিভাগে ৬৩ জন, ময়মনসিংহে ৭, রাজশাহীতে ৪ ও সিলেটে বিভাগের হাসপাতালগুলোতে দুইজন ভর্তি হন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

আয়কর রিটার্ন অডিটের তালিকায় নাম আসা কি ভয়ের কিছু?

বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর আরও প্রায় পাঁচ হাজার আয়কর রিটার্নকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করেছে, যাদের ২০২৩-২৪ করবর্ষের জন্য জমা দেওয়া রিটার্ন অডিট করা হবে। জুনের শেষে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়। এর আগে, গত বছরের জুলাই মাসে প্রথম পর্যায়ে র্যান্ডম সিলেকশন পদ্ধতিতে ১৫ হাজার ৪৯৪টি রিটার্ন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে চলতি বছরের এপ্রিলে আরও ৭২ হাজার ৩৪১ রিটার্ন নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন করে ওয়েবসাইটে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। এনবিআর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যারা নিরীক্ষার জন্য মনোনীত হয়েছেন, তাদের পর্যায়ক্রমে শুনানির জন্য ডাকা হবে এবং শুনানি শেষে কোনো বাড়তি কর আরোপের সিদ্ধান্ত হলে সেটি একমাসের মধ্যেই করদাতাকে জানিয়ে দেবে সংশ্লিষ্ট কর অফিস। এর আগে, গত ২৮ জুন ব্যক্তি (ইনডিভিজুয়াল) করদাতার জন্য অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করে নির্দেশনা জারি করেছিল এনবিআর। তবে ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সের করদাতা, শারীরিকভাবে অসমর্থ বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন করদাতা, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতা, মৃত করদাতার পক্ষে প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকরা এই বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে। সরকারি হিসেবে, দেশে এখন প্রায় সোয়া এক কোটি কর শনাক্তকরণ নম্বরধারী (টিআইএন)

আছেন। এর মধ্যে ৪২ লাখের বেশি টিআইএন নম্বরধারী, যেটাকে অনেকে 'টিন' নম্বরও বলেন, বিদায়ি করবর্ষে আয়কর রিটার্ন জমা দিয়েছেন। তবে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার পর এখন আবার নিরীক্ষার জন্য টিন নম্বরধারী নির্বাচনের জন্য স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালুর পর অনেক করদাতাদের মধ্যে উদ্বেগও তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে আয়কর দেওয়া নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। বিশেষ করে দুর্নীতির মাধ্যমে কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগও অনেক পুরোনো। অডিট ও আয়কর আইন বিশেষজ্ঞ স্নেহাশীষ বড়ুয়া বলছেন, দেশে এখনো অনেকেই কর ফাঁকি দিয়ে থাকেন কিংবা কর ফাঁকির জন্য অনেকের আয়কর রিটার্নে যথাযথ তথ্য দেওয়া থাকে না। নিয়মিত নিরীক্ষা এ প্রবণতা কমিয়ে আনবে। "আয়কর অডিট নিয়ে সৎ করদাতা ও সঠিক রিটার্ন জমাদানকারীর ভীত বা উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

নির্বাচিতদের কী বলছে এনবিআর

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, যাদের ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর বা টিআইএন রয়েছে তাদের জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল করা বাধ্যতামূলক। সেটি না করলে জরিমানা করার বিধান রয়েছে। তবে, রিটার্ন দাখিল করলেই যে আয়কর দিতে হবে, তা নয়। কারো আয় যদি করযোগ্য না হয়, তাহলে কর দেওয়ার প্রয়োজন নেই, শুধু রিটার্ন জমা দিলেই হবে। ঢাকার একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা এ কে এম হেদায়েত উল ইসলাম বলছেন যে, তিনি গত মে মাসে উপকর কমিশনারের কার্যালয় থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন, যেখানে তাকে জানানো হয়েছে যে, তার ২০২৩-২৪ করবর্ষের আয়কর রিটার্ন সম্পূর্ণ অটোমেটেড পদ্ধতিতে অডিটের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। "এটুকুই এখন পর্যন্ত বলা হয়েছে। হয়ত পরে চিঠি দিয়ে জানানো হবে যে, আমাকে কী করতে হবে। দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমি তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবো,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। এনবিআরের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রথম দফায় চিঠি দিয়ে অবহিতকরণের পরে আবার চিঠি দিয়ে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে করদাতাদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কিংবা ব্যাখ্যা চাওয়া হতে পারে। "এরপর শুনানি হবে, যেখানে আয়কর রিটার্ন বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে, সেটি করদাতার কাছে উপস্থাপন করে তার ব্যাখ্যা নেওয়া হবে। শুনানির ভিত্তিতে কারও ওপর যদি বাড়তি কর আরোপ করা হয়, সেটি তাকে পরে এক মাসের মধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হবে,„ বলছিলেন তিনি। ওই কর্মকর্তা তার নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ করেছেন। প্রসঙ্গত, আয়কর আইন অনুযায়ী, উপ-কর কমিশনার কোনো করদাতার কর নির্ধারণের জন্য যদি করদাতার উপস্থিতি বা কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণাদির প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহলে নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে শুনানির জন্য ডাকবেন। শুনানিতে করদাতা নিজে বা তার প্রতিনিধিকে উপ-কর কমিশনারের কাছে উপস্থিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

উদ্বেগের কিছু আছে?

আয়কর রিটার্ন অডিট নির্দেশনা ২০২৫ অনুযায়ী, আয়কর রিটার্ন অডিটের উদ্দেশ্য হলো কর ফাঁকি প্রতিরোধ, কর পরিহারের প্রবণতা রোধ ও সুস্থ কর সংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিত করা, করদাতা কর্তৃক আয়কর আইন ও বিধি যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করা, কর ফাঁকির ক্ষেৎর, পদ্ধতি ও ঝুঁকি চিহ্নিত করা এবং আয়কর কর্মকর্তা কর্তৃক আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা। আয়কর বিশেষজ্ঞ ও এনবিআর কর্মকর্তারা বলছেন, আয়কর অডিট বা নিরীক্ষা নিয়ে করদাতাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছুই নেই। কারণ কারও আয়কর রিটার্নে ভুল থাকলেও, সেটি সংশোধন কিংবা বাড়তি কর পরিশোধের জন্য তিনি সময় পাবেন। ব্যক্তিগত আয়, ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা, সঞ্চয়পত্র, শেয়ার, ডিবেঞ্চার এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পদের বিবরণ আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হয়। কোনো করদাতা যদি কোনো সম্পদের বিবরণ রিটার্নে তুলে না ধরেন, তাহলে সেটি বৈধ থাকবে না এবং সেক্ষেত্রে তিনি আইনগত ঝামেলায় পড়তে পারেন। কর্মকর্তারা বলছেন, এসব বিষয়ে আয়কর রিটার্নে সঠিক তথ্য এসেছে কি-না কিংবা যথাযথ কর পরিশোধ করা হয়েছে কি-না, সেটি এতদিন ম্যানুয়ালি দেখা হতো। ফলে অনেকের অভিযোগ ছিল যে, তাকে হয়রানির জন্য তার আয়কর রিটার্ন নিরীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। এ সমস্যা মোকাবিলায় গত বছরের শেষ দিক থেকে অটোমেটেড বা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিরীক্ষার জন্য আয়কর রিটার্ন বাছাই শুরু করে এনবিআর। "এই প্রক্রিয়ায় কোনো ম্যানুয়াল ইন্টার-অ্যাকশন নেই, এটি টোটালি সিস্টেম জেনারেটেড। ফলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে,„ গত ২৬ এপ্রিল এনবিআর ভবনে প্রাক্ বাজেট আলোচনা সভায় বলেছিলেন তখনকার এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান। অডিট ও আয়কর আইন বিশেষজ্ঞ স্নেহাশীষ বড়ুয়া বলছেন, আয়কর অডিট সরকারের একটি ভালো উদ্যোগ, কিন্তু এক্ষেত্রে ডকুমেন্ট চাওয়া থেকে শুনানি সবকিছুই অনলাইনে হলে করদাতাদের হয়রানির আশঙ্কাটা কেটে যেত। "আগে কার ফাইল অডিট হচ্ছে, সেটা জানাই যেত না। এখন এনবিআর অটোমেটেড পদ্ধতিতে সিলেক্ট করে ওয়েবসাইটে দিচ্ছে। ফলে কোন ফাইল নিরীক্ষা হবে, সেটা ঠিক করার বিষয়ে স্বচ্ছতা এসেছে। অন্যদিকে ই-রিটার্ন চালু হওয়ায় ফাইল লুকানো কিংবা হারিয়ে যাওয়ার সংস্কৃতিরও অবসান হলো,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. বড়ুয়া। তিনি বলেন, সৎ করদাতা ও যিনি সঠিক রিটার্ন দিয়েছেন, তার টিআইএন নম্বর নিরীক্ষার জন্য সিলেক্টেড হলে তা নিয়ে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। "এটি একটি নিয়মিত স্বাভাবিক নিরীক্ষা প্রক্রিয়া সরকারের। মূলত অনেকেই রাজস্ব ফাঁকি

দিয়ে থাকেন। এখন সেই ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা কমবে। তবে করদাতা ও নিরীক্ষণকারীর উপস্থিতি বা যোগাযোগের সিস্টেম থেকে অনিয়মের সুযোগ তৈরির আশঙ্কা থাকে। সেজন্য পুরো নিরীক্ষা প্রক্রিয়া অনলাইনভিত্তিক হলে করদাতার হয়রানির আশঙ্কা থাকবে না,„ বলেছেন স্নেহাশীষ বড়ুয়া। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ নারগীস)

ইউরোপে এস আলমসহ তিন অভিযুক্তের সম্পদ জব্দ, পাচারের টাকা দেশে ফিরবে কবে?

ভূ-মধ্যসাগরের ছোটো একটি দ্বীপরাষ্ট্র সাইপ্রাস। দেশটির রাজধানী নিকোশিয়ার একটি আদালত সম্প্রতি সেখানকার বিলাসবহুল একটি বাড়ি জব্দের আদেশ দিয়েছে। ওই বাড়িটির মালিক বাংলাদেশের অন্যতম আলোচিত শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলম। মি. আলমের বিরুদ্ধে ব্যাংক জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণ নিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচারের অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগ তদন্তের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে নিকোশিয়া জেলা আদালত মি. আলমের ওই বাড়িটি জব্দের আদেশ দিয়েছে বলে সাইপ্রাসের স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৪ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শ্বেতপত্র অনুযায়ী, বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের টানা ১৫ বছরের শাসনামলে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২৩৪ বিলিয়ন বা ২৩ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার বিদেশে পাচার করা হয়। গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের কয়েক মাস পর পাচারের সেই অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার একটি টাস্কফোর্স গঠন করে, যার নেতৃত্বে রয়েছে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলাদেশ থেকে কোন দেশে কী পরিমাণ অর্থ পাচার করা হয়েছে, দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে সেটি তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা শাখা 'বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট' (বিএফআইইউ)। অনুসন্ধানে এখন পর্যন্ত দেড় ডজনের মতো দেশ ও এলাকার নাম পেয়েছেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা। সেগুলো হলো- যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সাইপ্রাস, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, চীনের হংকং, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স, ভারত, লুক্সেমবার্গ, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস, যুক্তরাজ্যের সাথে সম্পর্কিত একটি স্বশাসিত অঞ্চল আইল অব ম্যান, ব্রিটিশ আইলসের অন্তর্ভুক্ত দ্বীপ জার্সি, ইংলিশ চ্যানেল অঞ্চলের দ্বীপ গার্নসি এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের দ্বীপরাষ্ট্র সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস। এসব দেশ বা এলাকার সরকার ও প্রশাসনের কাছে চিঠি পাঠিয়ে অভিযুক্তদের সম্পদ জব্দের অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্য, আইল অব ম্যান এবং সাইপ্রাসে অভিযুক্তদের কিছু সম্পদ জব্দও করা হয়েছে। "তিনটি দেশে কিছু সম্পদ জব্দ হয়েছে। বাকি দেশগুলোতে এখনো যে সম্পদ জব্দ করা হয়নি, সেটার কারণ জব্দ করার পূর্বে সেই দেশকে তো যথাযথভাবে প্রসিডিউর মেনেই সেটা করতে হচ্ছে। অন্য একটি দেশের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, বিষয়টি এমন না,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান। "তাদের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে কোনো বিচ্যুতি হয়েছে কি-না এবং বিচ্যুতির কারণে সম্পদ জব্দ করার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কি-না, সেটা যাচাই করেই তো তারা জব্দ করবে,„ বলেন মি. খান।

ছয় মামলায় অগ্রাধিকার

দেশের অর্থ বিদেশে পাচারের ঘটনায় প্রথম ধাপে অভিযুক্ত ছয়টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে করা মামলার কার্যক্রম চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বাধীন বিশেষ টাস্কফোর্স। সেই তালিকায় প্রথমদিকেই রয়েছে সাইফুল আলম চৌধুরীর এস আলম গ্রুপ এবং ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর আরামিট গ্রুপের নাম। এর বাইরে বেক্সিমকো, সিকদার, নাসা এবং ওরিয়ন গ্রুপের বিরুদ্ধেও মামলা চলবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা। ইতোমধ্যেই মামলাগুলোর কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে সম্প্রতি সংসদে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। অভিযুক্তদের মধ্যে যুক্তরাজ্য, সাইপ্রাস এবং আইল অব ম্যানে এস আলম গ্রুপের মি. আলম, আরামিট গ্রুপের মি. চৌধুরী এবং বেক্সিমকো গ্রুপের সালমান এফ রহমান পরিবারের সদস্যদের কিছু সম্পদ জব্দ করেছে সেদেশের সরকার। তবে এখনই সেগুলো ফেরত আনতে পারবে না বাংলাদেশ। ফেরত পাওয়ার জন্য আগে ওইসব দেশের আদালতে প্রমাণ করতে হবে যে, সম্পদগুলো বাংলাদেশ থেকে পাচার করা হয়েছিল।

সামনে যত চ্যালেঞ্জ

অভিযোগ প্রমাণ করে পাচারের অর্থ দেশে ফেরানোর জন্য যে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে যেতে হবে, সেটাই বাংলাদেশের সামনে এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। "বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যে অর্থ পাচার হয়, তার মাত্র এক শতাংশ দেশে ফেরত আসে। এই যে এক শতাংশ ফেরত আসে, সেটির জন্যই দেখা যায়, গড়ে সাত থেকে ২০ বছর বা আরও বেশি সময় লেগে যায়,„ বলছিলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। এত দীর্ঘ সময় লেগে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, "সময় বেশি লাগে, কারণ সেই দেশের আদালতে প্রমাণ করতে হবে যে, অর্থটা অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ওই দেশে গেছে।„ কিন্তু আরেক দেশে গিয়ে সেখানকার আদালতে অর্থ পাচারের অভিযোগ প্রমাণ করাটা বাংলাদেশের জন্য কঠিন হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। "অভিযোগ প্রমাণ করতে হলে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ

দেখাতে হবে যে, টাকা আমাদের দেশ থেকে বেআইনিভাবে ওই দেশে পাচার করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো যে সমস্যাটা, সেটা হলো আমরা এখনো সেভাবে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আসলে জোগাড় করতে পারিনি,„ বলছিলেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (বিস) গবেষণা পরিচালক ড. মাহফুজ কবীর। সামনের দিনগুলোতেও অর্থ পাচারের তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করা সহজ হবে না বলে মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ। ”কারণ অর্থগুলো অন্য দেশে ঢুকেছে বিনিয়োগ হিসেবে। আর সেই বিনিয়োগটা গেছে তৃতীয় আরেকটি দেশ হয়ে। সুতরাং যথাযথ তথ্য-প্রমাণ দেখিয়ে সেটা প্রমাণ করা কঠিন এবং কষ্টসাধ্য হবে। সব মিলিয়ে পাচারের অর্থ শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ফিরবে কি-না, সেটা নিশ্চিত নয়,„ বলেন মি. কবীর। এদিকে, ভিনদেশের আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া এবং দীর্ঘদিন ধরে তার খরচ চালিয়ে যাওয়াটাও আরেকটা বড়ো চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ”মামলা চালানোটা এমনিতেই ব্যয়বহুল একটা ব্যাপার। তারপরও সেটা যদি বছরের পর বছর ধরে চালাতে হয়, সেটার জন্য বড়ো বাজেট দরকার হবে। আবার এত টাকা-পয়সা খরচের পর মামলায় আমরা জিতবো কি-না, সেটাও নিশ্চিত না,„ বলেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক মি. ইফতেখারুজ্জামান।

বাংলাদেশ কতটা প্রস্তুত?

উল্লিখিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেটি বাস্তবায়নে প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু এ বিষয়ে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তারা। ”মামলা চালানোর জন্য আমরা দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করছি আন্তর্জাতিক আইনি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এ লক্ষ্যে বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিও করা হচ্ছে, যাদের পাচারের অর্থ উদ্ধারের অভিজ্ঞতা ও সুনাম রয়েছে,„ বলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মি. খান। পাচারের অর্থ পুনরুদ্ধারে এখন পর্যন্ত নয়টি আন্তর্জাতিক আইনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংকগুলো। বাংলাদেশ ব্যাংক এক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করেছে। কিন্তু মামলা চালানোর জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে, সেটা কোথা থেকে আসবে? ”এটার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী ব্যাংক বা সরকারকে এখনই কোনো নগদ অর্থ খরচ করতে হচ্ছে না। কারণ আইনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমরা 'নো উইন, নো ফি' ভিত্তিতে চুক্তি করেছি। অর্থাৎ তারা যদি পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনতে পারে, কেবল তখনই সেই প্রাপ্ত অর্থ থেকে তারা ফি পাবে। অন্যথায় কোনো অর্থ পাবে না,„ বলেন মি. খান।

চুক্তির চেষ্টা

পাচারের সম্পদ ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে আরেকটি বড়ো চ্যালেঞ্জের জায়গা হচ্ছে, দু-দেশের আইনগত ভিন্নতা। এক্ষেত্রে গন্তব্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের আইনগত সহায়তা চুক্তি না থাকলে পাচারের অর্থ ফেরানো কঠিন হবে বলে মনে করেন কর্মকর্তারা। সেজন্য পাচারের অর্থ যাওয়া শীর্ষ ১০টি গন্তব্য দেশ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড সরকার এবং হংকং-এর প্রশাসনের কাছে ইতোমধ্যে চুক্তির প্রস্তাবও পাঠিয়েছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া এবং হংকং ইতিবাচক সাড়া দিলেও বাকি দেশগুলো একক চুক্তির বিষয়ে আগ্রহ দেখায়নি বলে জানাচ্ছেন কর্মকর্তারা। ”কারণ আমাদের দৃষ্টিতে অবৈধ হলেও বিনিয়োগ হিসেবে নেওয়ায় তাদের দৃষ্টিতে ওই অর্থ অবৈধ না। এই যে পারসেপশন বা দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা এবং ওইসব দেশে যদি পাচারের অর্থকে ওয়েলকাম জানানো হয় আইনের মাধ্যমে, তাহলে সেই অর্থ ফেরত আনার ক্ষেত্রে শুধু আইনি প্রক্রিয়াই যথেষ্ট না। সেখানে আমাদের ডিপ্লোমেসিকেও যথেষ্ট কার্যকর থাকতে হবে,„ বলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা মি. খান।

সরকার কী বলছে?

বিএনপি সরকার বলছে যে, পাচারের অর্থ ফেরানোর জন্য যত ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সব ধরনের প্রচেষ্টাই তারা অব্যাহত রেখেছেন। ”এটি জনগণের অর্থ। যেহেতু আমরা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকার, জনগণের প্রতি এবং দেশের প্রতি আমাদের একটি দায়বদ্ধতা আছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই জনগণের অর্থ ফিরিয়ে এনে জনগণের জন্য এবং দেশের কল্যাণে ব্যয় করা এই সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব,„ সম্প্রতি সংসদে বলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ”যে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে জনগণের অর্থ ফেরত আসবে, আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন, এই সরকার সেই পদক্ষেপই গ্রহণ করবে,„ যোগ করেন প্রধানমন্ত্রী। অর্থ পাচার হয়ে যে-সব দেশে গেছে, সেসব দেশের সরকারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কূটনৈতিক চ্যানেলেও যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির। পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনা বিএনপি সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে দাবি করে তিনি বলেন, ”সেটা ইউকে-তে পাচার হোক, মিডল ইস্টে হোক আর সাউথ-ইস্ট এশিয়ার যে-কোনো দেশে হোক, সেন্ট্রাল এশিয়াতে হোক, যেখানেই আমরা শনাক্ত করতে পারবো, ফেরত আনার চেষ্টা করবো, যে টাকার মালিক মূলত জনগণ,„ বলেন প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা।

অর্থ পাচার ও সম্পদ জব্দ হওয়ার বিষয় নিয়ে ব্যবসায়ী এস আলম, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং বেক্সিমকো গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে পাঠানো

বিবৃতিতে তারা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং আইনি লড়াই চালানোর কথা বলেছেন। মি. আলম ইতোমধ্যে বিদেশি কিছু আইনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এ বিষয়ে চুক্তিও করেছেন বলে গণমাধ্যমের খবর প্রকাশ হয়েছে। দেশে-বিদেশে সম্পদ জব্দের প্রতিবাদে ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বিরোধ নিষ্পত্তি কেন্দ্রে তিনি একটি মামলাও দায়ের করেন, যার কার্যক্রম এখনো চলমান রয়েছে। ফলে এতসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মাধ্যমে অভিযোগ প্রমাণ করে পাচারের অর্থ কতুটুকু দেশে ফেরানো সম্ভব হবে, তা নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অন্তত একটি মামলাতেও জয়লাভ করে পাচারের অর্থ যদি দেশে ফেরানো সম্ভব হয়, এ ধরনের অপরাধ দমনে সেটি বাংলাদেশে নতুন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ”আর অর্থ পাচার রোধে এমন নজির স্থাপন করাটা খুবই জরুরি। কারণ এর মধ্যদিয়ে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হবে যে, দেশের অর্থ বিদেশে পাচার করে কেউই শান্তিতে থাকতে পারবে না। আইনের হাতে ধরা তাদের পড়তেই হবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের গবেষণা পরিচালক মাহফুজ কবীর।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ব্যবসায়ীর শরীরের সংবেদনশীল অংশ চেপে ধরে চেক সই করানোর অভিযোগে দুইজন গ্রেফতার

বরিশালের ব্যবসায়ী অগ্রণী হাউজিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল আজিজ হাওলাদারের অণ্ডকোষ চেপে ধরে চেক ও স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়ার অভিযোগে মোস্তাফিজুর রহমান লিটুসহ দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বরিশালের কোতোয়ালী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আল মামুন উল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গত ২৭ জুনের ওই ঘটনার একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ হলে বিষয়টি জানা যায়। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, ব্যবসায়ী আব্দুল আজিজের অফিস কক্ষে চারজন যুবক ঢুকে পড়েন। তাদের মধ্যে এক যুবক আজিজকে মারধর করছেন। একপর্যায়ে তার অণ্ডকোষ চেপে ধরে দুইটি চেক ও একটি সাদা স্টাম্পে স্বাক্ষর নেওয়া হয়। মারধরের সময়ে আজিজ `বাচ্চু-বাচ্চু, বলে একজনকে ডাকাডাকি করেন। ডাক শুনে আরেক ব্যক্তি কক্ষের মধ্যে ঢুকলে লিটুর সঙ্গীরা ধাক্কাধাক্কি করে তাকে বের করে দেন। পরে চেক ও স্টাম্প হস্তান্তরের ছবি তোলা হয়। কোতোয়ালী মডেল থানার ওসি মি. ইসলাম বলেন, ”উনি বিজ্ঞ আদালতে একটা প্রেয়ার (আবেদন) করেছিলেন। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী থানায় মামলা রেকর্ড করা হয়েছে এবং এই মামলার ভিত্তিতে মোস্তাফিজুর রহমান লিটুসহ তার সেকেন্ড ইন কমান্ডকে গ্রেফতার করে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অবলম্বন করে আদালতে সোপর্দ করেছি আজকেই বিকালে।„ পরে আদালত তাকে কারাগারে পাঠিয়েছে বলে জানান মি. ইসলাম। ভুক্তভোগী মামলায় কী অভিযোগ করেছেন- জানতে চাইলে এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ”কিছু ব্যবসায়িক লেনদেনের অভিযোগ আছে এবং চাঁদা দাবি ও চাঁদা লেনদেনের অভিযোগে মামলা করেছেন তিনি।„
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

আওয়ামী লীগের বিচার কীভাবে করতে চাইছে সরকার

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে 'দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার' করা হবে বলে জানিয়েছেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনা হচ্ছে। 'জুলাই ২৪ শহিদ পরিবার সোসাইটি' এবং 'আমরা জুলাই যোদ্ধা' আয়োজিত 'জুলাই জাতীয় সম্মেলন-২০২৬'-এ তিনি বলেছেন, ”সন্ত্রাস বিরোধী আইনে আছে, আইসিটি অ্যাক্টে আছে, রাজনৈতিক দলের বিচার করা যাবে। সুতরাং অপেক্ষা করুন।„ মি. আহমদের শনিবার দেওয়া এ ঘোষণা নিয়ে নানা আলোচনার মধ্যেই আজ রোববার ঢাকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম বলেছেন, আইনে বিচারের সুযোগ আছে, তবে সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার হবে কি-না, সে বিষয়ে তদন্ত সংস্থা কাজ করছে। এর আগে, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ক্ষমতায় আসা অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার প্রসঙ্গটি সামনে এনেছিলেন তখনকার প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা পরিষদের কয়েকজন সদস্যসহ আওয়ামী লীগ বিরোধী কিছু রাজনৈতিক দল। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েই ২০২৫ সালের ১২ মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ, সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সব সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তবে তাতে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য কোনো শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না। অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের পর নির্বাচন কমিশন দলটির নিবন্ধন স্থগিত করেছিল। ফলে গত ফেব্রুয়ারিতে হওয়া ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে দলটি অংশ নিতে পারেনি। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরে এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশটিতে কিছু সংশোধনী এনে 'সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) বিল, ২০২৬' হিসেবে জাতীয় সংসদে পাস করা হয়েছে। বিলটি পাসের সময় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছিলেন, ”বিলটি হলো একটি গণত্যাকারী সন্ত্রাসী সংগঠনের নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত সংশোধনী। আগের যে আইন ছিল, সেটা সংশোধনের জন্য। ওনারা (জামায়াত) ও এনসিপির বন্ধুরা সবাই মিলে একটা আন্দোলন করেছিলেন। সে প্রেক্ষিতে মোটামুটি একটা জনমত সৃষ্টি হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে তাদের (আওয়ামী লীগ) কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে। এর ধারাবাহিকতায় নির্বাচন কমিশনে তাদের রেজিস্ট্রেশন স্থগিত হয়ে আছে। সংবিধানের ৪৮

অনুচ্ছেদ অনুসারে আইসিটি অ্যাক্টে সংগঠনটির বিচারের জন্য সে আইনও সংশোধন করা হয়েছে।„ এখন তিনি আবার আওয়ামী লীগের বিচারের প্রসঙ্গটি সামনে আনায় সরকার কীভাবে বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হতে চাইছে, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে।

বিচার শুরুর প্রক্রিয়া কতটা এগুলো?

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেছেন, তদন্ত সংস্থা তদন্ত করছে এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত প্রতিবেদন সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ আছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় দল হিসেবে আওয়ামী লীগের কিভাবে এই বিচার হতে পারে বা হবে কি-না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেছেন, আওয়ামী লীগ দল হিসেবে যেমন তারা নানা অপরাধ সংঘটন করেছে, ঠিক একইভাবে ব্যক্তিগতভাবেও সুপিরিয়র রেসপনসিবিলিটির দায় থেকে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড তারা করেছে। ”আইন অনুযায়ী এগুলোর বিচার করার ব্যবস্থা আছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট **১৯৭৩**, সন্ত্রাস বিরোধী ২০০৯ তারা (আওয়ামী লীগ সরকার) প্রণয়ন করেছিল। তাদের আইনেই এ জাতীয় অপরাধের বিচার করার ব্যবস্থা আছে,„ বলেছেন মি. ইসলাম। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ”একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রধান একটি লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। অভিযোগটি যথাযথভাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থাকে দিয়েছি। তারা সেটা তদন্ত করছে। পাশাপাশি সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯-এর অধীনে পুলিশের আলাদা তদন্ত করার সুযোগ আছে।„ তিনি বলেন, সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার হবে কি হবে না, সে বিষয়ে আমাদের সংস্থা তদন্ত করছে। ”যদি তদন্তের পর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযোগ পাওয়া যায়, আমার কাছে রিপোর্ট যদি দাখিল করা হয়- আমি অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর হিসেবে রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে। এ বিষয়ে আমাদের তদন্ত সংস্থায় তদন্ত চলমান আছে,„ বলছিলেন মি. ইসলাম।

কিন্তু প্রক্রিয়া কী হতে পারে

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শিশির মনির বলছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা তাদের রিপোর্ট দেবে চিফ প্রসিকিউটর বরাবর। ”এরপর তারা সেটি পর্যালোচনা করে দেখবেন যে, রিপোর্টে অপরাধের প্রাথমিক প্রমাণ আছে কি-না। যদি থাকে, তাহলে তারা ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করবেন,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের অভিযোগ দায়েরের পর আদালত যদি মনে করে, এতে পর্যাপ্ত উপাদান রয়েছে, তাহলে আদালত সেটি আমলে গ্রহণ করবেন বা বিবেচনায় নেবেন। ”এরপর সব পক্ষ মামলার কপি পাবে। তারপর অভিযোগ গঠনের শুনানি হবে। শুনানি শেষে অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে,„ বলছিলেন শিশির মনির।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কী বলেছেন

আওয়ামী লীগের বিচার প্রসঙ্গটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে এসেছে 'জুলাই ২৪ শহিদ পরিবার সোসাইটি' এবং 'আমরা জুলাই যোদ্ধা' আয়োজিত 'জুলাই জাতীয় সম্মেলন-২০২৬'-এ। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেন, এই বাংলাদেশ রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। জাতিসংঘের রিপোর্টে ১৪০০-এর (নিহত) কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অফিসিয়ালি, বিভিন্ন পত্রিকায় ও জরিপে ৭০০-৮০০-এর মতো খতিয়ান পাওয়া যায়। ”কারণ তাদের খতিয়ান হাসপাতালগুলো রক্ষা করতে পারেনি। তাদের দাফন করা হয়েছে বেওয়ারিশ হিসেবে। আজ স্বজনরা কবরের সন্ধান করে, আমরা দিতে পারি না। এরকম একটি নৃশংস হত্যার পরে, গণহত্যার পরে আজও পর্যন্ত গণহত্যাকারী শেখ হাসিনার কোনো রকমের অনুশোচনা নেই,„ বলেছেন সালাহউদ্দিন আহমদ। আওয়ামী লীগের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, তারা জুলাই যোদ্ধাদের অপরাধী হিসেবে তকমা দিচ্ছে, গণ-অভ্যুত্থানকে জঙ্গি তকমা দিচ্ছে। তাদের অনুশোচনাও নেই, দোষ স্বীকারের ইতিহাসও তাদের নেই। ”আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক পতন হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে নিপাত হয়েছে, নির্মূল হয়েছে। দাফন হয়ে গেছে দিল্লিতে। সেই আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে আর রাজনীতি করতে পারবে না। রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার দাবি করেছি আমরা। আপনারা দাবি করেছেন। তদন্ত পরিচালিত হচ্ছে। ইনশাল্লাহ খুব শিগ্গিরই রাজনৈতিক দল হিসেবে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে,„ বলেছেন মি. আহমদ। সালাহউদ্দিন আহমদ তখন উল্লেখ করেন যে, ”সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে আইন সংশোধন করা হয়েছে। সন্ত্রাস বিরোধী আইনে আছে, আইসিটি অ্যাক্টে আছে রাজনৈতিক দলের বিচার করা যাবে। সুতরাং অপেক্ষা করুন।„ ওই অনুষ্ঠানে তিনি আরও জানান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এখন পর্যন্ত মানবতাবিরোধী অপরাধের পাঁচটি মামলার রায় হয়েছে এবং আর ২৭টি বিচারাধীন আছে। ”এছাড়া ৭২ মামলার তদন্ত শেষ পর্যায়ে। এর আগে, আবু সাইদের মামলায় শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান কামালের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। সাজা হয়েছে সাবেক আইজিপি আব্দুল্লাহ আল মামুনের।„

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজায় তেহরানে জনসমুদ্র

ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজায় লাখো মানুষ অংশ নিয়েছেন। জানাজা শুরুর আগেই প্রিয় নেতাকে বিদায় জানাতে আসা মানুষের ক্রমবর্ধমান ভিড়ে পুরো এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। রোববার ভোর থেকেই জানাজাস্থল তেহরানের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণ ও আর আশপাশের এলাকায় সমবেত হতে থাকেন লাখো নারী-পুরুষ। স্থান সংকুলান না হওয়ায় জানাজা শুরুর এক ঘণ্টা আগেই মসজিদ কমপ্লেক্সটির সবকটি ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে ইরানের গণমাধ্যম তাসনিম নিউজের খবরে বলা হয়েছে। পরে মসজিদের আশেপাশের সড়ক ও উন্মুক্ত স্থানগুলোতে অবস্থান নেন জানাজার নামাজ পড়তে আসা মানুষেরা। জানাজার আগে সেসব জায়গাও কানায় কানায় ভরে যায়। জানাজা উপলক্ষ্যে গোটা এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সতর্ক নজরদারি লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় (বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ১০টা) আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। শিয়া ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ জাফর সোবহানি তাবরিজি জানাজা নামাজের নেতৃত্ব দেন। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ এবং বিচার বিভাগের প্রধান গোলামহোসেইন মোহসেনি জানায় অংশ নেন। আরও ছিলেন ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) সর্বাধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমদ ভাহিদি। তারা ছাড়াও জানাজা নামাজের সামনের সারিতে উপস্থিত ছিলেন আলী খামেনির তিন ছেলে- মাসুদ, মাইসাম এবং মুস্তফা। তবে, অসুস্থতা ও নিরাপত্তাজনিত কারণে তাদের আরেক ভাই ও ইরানের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি বাবার জানাজায় অংশ নিতে পারেননি বলে জানা যাচ্ছে। তবে, ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামির একজন উপদেষ্টা মোহাম্মদ আলি আবতাহি অভিযোগ করেছেন, বিরোধী রাজনীতিক ও সাবেক কর্মকর্তাদের জানাজা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। ফেব্রুয়ারির ২৮ তারিখে ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার মাধ্যমে যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিনেই নিহত হয়েছিলেন ইরানের সবোর্চ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। চার মাসেরও বেশি সময় পর তার দাফন সম্পন্ন হতে যাচ্ছে। এজন্য ছয়দিনের রাষ্ট্রীয় শোকপালন ও শেষ বিদায়ের নানা অনুষ্ঠান পালনের ঘোষণা দিয়েছে তেহরান। কয়েক দফা জানাজা ও শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আগামী বৃহস্পতিবার আলী খামেনিকে দাফন করার কথা রয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

প্রায় পাঁচ মাস পর ইরান ও কাতারের মধ্যে পুনরায় সমুদ্রপথে বাণিজ্য শুরু

প্রায় পাঁচ মাসের দীর্ঘ বিরতির পর ইরান ও কাতারের মধ্যে সমুদ্রপথে পুনরায় বাণিজ্য শুরু হয়েছে। দু'দেশের কর্মকর্তারা তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন। এর মধ্যে কাতারের পরিবহণ মন্ত্রণালয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিবৃতি প্রকাশ করে লিখেছে, নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দুইদেশের "সব ধরনের জলযান ও জাহাজ„ সমুদ্রে চলাচল করতে পারবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সরঞ্জাম নিশ্চিত করা হবে বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, দোহায় নিযুক্ত ইরানের বাণিজ্যিক উপদেষ্টা আব্বাস আবদুলখানিও খবরটি নিশ্চিত করেছেন। "দোহায় অবস্থিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের দূতাবাসের নিরন্তর তত্ত্বাবধান এবং কাতার সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেইয়ার এবং আল রুওয়াইস বন্দরের মধ্যে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণ পুনরায় শুরু হয়েছে,„ ইরানের গণমাধ্যমকে বলেছেন মি. আবদুলখানি। গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে কাতারের সঙ্গে সমুদ্রপথে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে পড়ে। এখন এমন এক সময় দু'দেশের মধ্যে পুনরায় বাণিজ্য শুরু হওয়ার কথা জানা যাচ্ছে, যখন ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থতা করছে কাতার ও পাকিস্তান।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

আলী খামেনির জানাজায় ছিলেন না ইরানের শীর্ষনেতা মোজতবা খামেনি

রোববার সকালে তেহরানের কেন্দ্রীয় মসজিদে প্রয়াত আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির যে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে দেখা যায়নি তার ছেলে ও ইরানের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনিকে। অসুস্থতা ও নিরাপত্তাজনিত কারণে তিনি বাবার জানাজায় অংশ নিতে পারেননি বলে জানা যাচ্ছে। তবে তার অন্য তিন ভাই মেইসাম, মাসুদ এবং মুস্তফা বাবার জানাজায় অংশ নিয়েছেন। তাদেরকে জানাজা নামাজের সামনের সারিতেই দেখা গেছে। ফেব্রুয়ারির ২৮ তারিখে ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার মাধ্যমে যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিনেই নিহত হয়েছিলেন ইরানের সবোর্চ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। হামলায় আলী খামেনি ছাড়াও তার জামাতা এবং নাতনিসহ পরিবারের আরও বেশ কয়েকজন সদস্য প্রাণ হারান। এরপর মোজতবা খামেনিকে ইরানে সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

দীর্ঘদিন পর জনসম্মুখে ইরানের বিপ্লবী গার্ডের প্রধান

অনেকদিন পর জনসম্মুখে দেখা গেল ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) সর্বাধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমদ ভাহিদিকে। রোববার সকালে তেহরানের একটি মসজিদে ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ ধর্মীয়

নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজায় মি. ভাহিদি অংশ নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ইরানের কর্মকর্তারা। যুদ্ধের প্রথমদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় আইআরজিসির তৎকালীন প্রধান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ পাকপুর নিহত হওয়ার পর জেনারেল ভাহিদিকে বিপ্লবী গার্ডের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয় বলে জানা যায়। এরপর জেনারেল ভাহিদিকে খুব কমই জনসম্মুখে দেখা গেছে। দেশটির সরকারি বার্তাসংস্থা আইআরএনএ প্রকাশিত একটি ভিডিওতেও জেনারেল ভাহিদিকে কালো টুপি মাথায় দিয়ে জানাজা অনুষ্ঠানে দেখা গেছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

তেহরানে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজা অনুষ্ঠিত

তেহরানের কেন্দ্রীয় মসজিদে স্থানীয় সময় সকাল আটটায় (বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ১০টা) আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারির ২৮ তারিখে ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার মাধ্যমে যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিনেই নিহত হয়েছিলেন ইরানের সবোর্চ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। শিয়া ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ জাফর সোবহানি তাবরিজি জানাজা নামাজের নেতৃত্ব দেন। গতকালই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে মোজতবা খামেনি পিতার জানাজা পড়াবেন না। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, এই জানাজা উপলক্ষ্যে শুক্রবার থেকেই তেহরান মসজিদে কড়া নিরাপত্তা জারি করা হয়। আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার চার মাসেরও বেশি সময় পর, দেশটিতে তার জন্য ছয় দিনের রাষ্ট্রীয় শোকপালন ও শেষ বিদায়ের শোভাযাত্রা ঘোষণা করা হয়। শুক্রবার থেকে তেহরানের গ্র্যান্ড মোসাল্লায় সাবেক এই আয়াতুল্লাহর মরদেহ সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হয়। শনিবার সকাল স্থানীয় সময় ভোর ৬টায় তেহরানের ইমাম খোমেনি মোসাল্লায় মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়, সেখানে দর্শনার্থীরা রোববার বিকেল পর্যন্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবেন। ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর মাশহাদের একটি ধর্মীয় পরিবারে ১৯৩৯ সালের ১৯ এপ্রিল জন্ম হয়েছিল আলী খামেনির। আট ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। এই মাশহাদেই বৃহস্পতিবার তাকে দাফন করা হবে। তার বাবা সৈয়দ জওয়াদ খামেনি ছিলেন স্থানীয়ভাবে সুপরিচিত একজন শিয়া পণ্ডিত। মা খাদিজে মির্দামাদীও একজন ধার্মিক নারী ছিলেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

'ইরানের সেনাবাহিনীকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি' : ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি

ইরানের সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে, সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেওয়া বলতে তিনি ঠিক কী বুঝিয়েছেন, তার ব্যাখ্যা দেননি মি. ট্রাম্প। এদিকে, আজই স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় তেহরানে ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের ভাষণে মি. ট্রাম্প বলেছেন, ”মার্কিন সেনাবাহিনীর অবস্থা এখনকার মতো সুসংহত আর কোনদিনই ছিল না।„ বিভিন্ন যুদ্ধে নিহত মার্কিন সেনাদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরানের আব্বাস বিমানবন্দর পুনরায় সচল

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরান যুদ্ধ শুরুর চার মাস পর ইরানের বন্দর আব্বাস বিমানবন্দর পুনরায় সচল হয়েছে। ইরানি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাশহাদ থেকে আসা প্রথম যাত্রীবাহী ফ্লাইট অবতরণের মধ্য দিয়ে চার মাস পর বন্দর আব্বাস বিমানবন্দর পুনরায় সচল হয়েছে। বন্দর আব্বাস বিমানবন্দরের ফ্লাইটসূচিতে তেহরান, শিরায, ইয়াজদ ও মাশহাদগামী ফ্লাইটগুলো ”পর্যায়ক্রমে„ যুক্ত করা হবে বলে বলে প্রতিবেদনগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

আমি শহিদ সর্বোচ্চ নেতাকে বিদায় জানাইনি, জানাবও না : পেজেশকিয়ান

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, ”আমি ঘোষণা করেছি এবং আবারও ঘোষণা করছি যে, আমি শহিদ নেতাকে বিদায় জানাইনি এবং কখনোই জানাব না। তিনি আমার হৃদয়, চিন্তা ও আমার সামনে সবসময় জীবন্ত আছেন এবং চিরকাল জীবন্ত থাকবেন।„ ইরানের বার্তা সংস্থা ইরনার বরাতে পার্সটুডে জানিয়েছে, গতকাল শনিবার বিকেলে তেহরানে 'ইমাম খামেনেয়ী; প্রতিরোধের চিরন্তন নেতা'- শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতার পবিত্র মরদেহকে শেষ বিদায় দেওয়ার অনুষ্ঠান ও শোকযাত্রায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও অতিথিদের ব্যাপক উপস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, এই উপস্থিতি বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য ও সংহতি আরও সুদৃঢ় করবে এবং মুসলিম দেশগুলোর জনগণ সন্ত্রাস, সহিংসতা ও গণহত্যাভিত্তিক নীতির বিরুদ্ধে, যা আধিপত্যবাদী শক্তিগুলো অনুসরণ করছে- আরও ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। ইরানের প্রেসিডেন্ট শহিদ বিপ্লবী নেতার অনন্য মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, তার মহত্ত্ব, মর্যাদা, নেতৃত্ব ও দৃঢ়তা ভাষায় বর্ণনা করার উর্ধ্বে। তিনি বলেন, আজ জনগণের আবেগ,

অশ্রু এবং বিভিন্ন স্থানে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপক উপস্থিতিই ইরানের জনগণ এবং বিশ্বের স্বাধীনচেতা মানুষের কাছে তার অসাধারণ অবস্থানের সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ।

ড. পেজেশকিয়ান আরও বলেছেন, শহিদ বিপ্লবী নেতা তাঁর নেতৃত্বের পুরো সময়জুড়ে ইসলামী উম্মাহর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর সব সময় জোর দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে অজস্র ভাষণ ও অবস্থান তুলে ধরেছেন। প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান দখলদার ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠীর অপরাধ এবং এ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন, আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে পরিকল্পিতভাবে মেধাবী ব্যক্তিত্ব, বিজ্ঞানী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হত্যা ও নির্মূল করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনের গাজা, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, ইরানসহ এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশে বিভিন্ন রূপে এই নীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তার মতে, ইসলামী সমাজকে দুর্বল করা এবং পুরো অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করাই এসব পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলেন, মুসলমানদের ঐক্যের স্লোগানকে বাস্তব আচরণে রূপ দিতে হবে। তার ভাষায়, মুসলমানদের এমন যে-কোনো কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, যা সামাজিক বিভাজন ও অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ বাড়িয়ে দেয়। বরং ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে তাদের জুলুম, আগ্রাসন এবং আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে। বক্তব্যের শেষাংশে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইসলামী বিপ্লবের শহিদ নেতার শাহাদাতকে একদিকে অত্যন্ত মর্মান্তিক, অন্যদিকে গভীরভাবে অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর পথে পরিচালিত নেতাদের পথ, চিন্তাধারা ও বার্তা শাহাদাতের মাধ্যমে কখনো থেমে যায় না; বরং তা জীবন্ত থাকে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে সত্য, ন্যায়বিচার ও প্রতিরোধের পথে এগিয়ে যেতে দিক-নির্দেশনা দেয়। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ নারগীস)

শহিদ খামেনেয়ীর গভীর চিন্তাধারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পথ দেখাবে : শাহবাজ শরীফ

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শহিদ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর শেষ বিদায় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পাকিস্তান সবসময় ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ইরানের সরকার ও জনগণের পাশে রয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, শহিদ আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর প্রজ্ঞা ও গভীর চিন্তাধারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক মূল্যবান উত্তরাধিকার হয়ে থাকবে। ইরনার বরাতে পার্সটুডে জানিয়েছে, ইসলামী বিপ্লবের শহিদ নেতার শেষ বিদায় অনুষ্ঠানে ইরানি জাতির ব্যাপক অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক বার্তায় লিখেছেন, "পাকিস্তানের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে শহিদ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর জানাজা উপলক্ষ্যে ভ্রাতৃপ্রতিম ইরানের সরকার ও জনগণের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা ও শোক প্রকাশ করছি।„ তিনি আরও বলেন,"শহিদ নেতার প্রজ্ঞা, নেতৃত্ব এবং তার চিন্তাধারার গভীর প্রভাব ইরান ও সমগ্র অঞ্চলে বহু প্রজন্ম ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।„ শাহবাজ শরীফ আরও জোর দিয়ে বলেন, "ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিবেশী হিসেবে পাকিস্তান এই শোকের সময়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে "
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৫.০৭.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

দোনেৎস্ক অঞ্চলের কৌশলগত অংশের ওপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণের দাবি অস্বীকার জেলেনস্কির

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি রাশিয়ার এই দাবি অস্বীকার করেছেন যে , দেশটির বাহিনী পূর্বাঞ্চলীয় দোনেৎস্ক প্রদেশের একটি প্রধান ঘাঁটি দখল করেছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের কার্যালয় জানিয়েছে যে , প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার সামরিক নেতাদের সাথে বৈঠক করেছেন এবং এরকম একটি প্রতিবেদন পেয়েছেন যে , সেনারা ইউক্রেনের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহর কস্তিয়ানতিনিভকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। পুতিন ইউক্রেনে আক্রমণ অব্যাহত রাখার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন বলে জানা গেছে। শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দে ওয়া এক পোস্টে জেলেনস্কি বলেন, রাশিয়ার এই দাবি সত্য নয়। তিনি এটিকে সংবাদ তৈরির উদ্দেশ্যে মস্কোর আরেকটি মিথ্যা দাবি বলে অভিহিত করেছেন। অন্য এক পোস্টে জেলেনস্কি বলেন যে , ইউক্রেনীয় বাহিনী রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর সেন্ট পিটার্সবার্গের কাছে তেল ও সামরিক অবকাঠামোতে হামলা চালিয়েছে। তিনি ড্রোন হামলায় একটি স্থাপনা থেকে আগুন ও ধোঁয়া বের হওয়ার ফুটেজও প্রকাশ করেছেন। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

জুলাই স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধনের দিনক্ষণ নিয়ে ধোঁয়াশা

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি সংরক্ষণে নির্মিত `জুলাই স্মৃতি জাদুঘর' উদ্বোধনের দিনক্ষণ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। ৫ আগস্ট কি এই জাদুঘর উন্মুক্ত হবে? ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি ও প্রমাণাদি সংরক্ষণে জাদুঘর নির্মাণের কাজ চলছে অনেকদিন ধরে। ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবনকে এই জাদুঘরে রূপান্তর করা হচ্ছে। জাদুঘরটির মহাপরিচালক তানজিম ইবনে ওয়াহাব ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, "৫ আগস্ট জাদুঘরের উদ্বোধন হবে, প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন।„

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব কানিজ মওলা ডয়চে ভেলেকে বলেন, ৫ আগস্টের আগেই উন্মুক্ত করা হবে। তবে সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এখনও দিনক্ষণ ঠিক হয়নি। কাজ শেষ হলেই খোলার দিনক্ষণ ঠিক করা হবে।„ ফলে উদ্বোধন নিয়ে এখনই ধোঁয়াশা কাটছে না। তবে সবাই জানিয়েছেন, জাদুঘর পরিচালনার জন্য শিগ্‌গিরই একটি কমিটি করা হবে। এরপর বাকি প্রক্রিয়াগুলো এগিয়ে নেওয়া হবে। এর আগেও একাধিকার উদ্বোধনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হলেও শেষ পর্যন্ত জাদুঘরের বন্ধ দুয়ার খোলেনি।

নিজস্ব কোনো জনবল নেই

এখন পর্যন্ত জুলাই স্মৃতি জাদুঘরের নিজস্ব কোনো জনবল নেই। মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন তানজিম ইবনে ওয়াহাব। তিনি মূলত জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক। অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তিনি জুলাই স্মৃতি জাদুঘরের মহাপরিচালকের কাজও চালিয়ে যাচ্ছেন। জাদুঘর পরিচালনায় জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পাঁচ মাসেও পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা যায়নি। ফলে জাদুঘর চালু হলে সেটি কীভাবে পরিচালনা করা হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের ৯৬ পদে নিয়োগের জন্য গত ২৯ জানুয়ারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদনের সময় দেওয়া হয়েছিল। তবে সেই নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ এখনও ঘোষণা হয়নি। গত ফেব্রুয়ারিতে লিখিত পরীক্ষা ছাড়া সরাসরি মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হলে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেন চাকরিপ্রার্থীরা। এরপর কর্তৃপক্ষ জাদুঘরের ৯৬টি পদে নিয়োগের জন্য গত ৮ ফেব্রুয়ারির মৌখিক পরীক্ষা বাতিলের ঘোষণা দেয়। এরপর থেকে এই নিয়োগের কোনো অগ্রগতি নেই। জাতীয় জাদুঘরের ১৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। চালু হলে এই ১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী দিয়ে জাদুঘর পরিচালনা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। জাদুঘরের মহাপরিচালক তানজিম ইবনে ওয়াহাব ডয়চে ভেলেকে বলেন, "৯৬ পদের বিপরীতে প্রায় ১৫ হাজার প্রার্থী আবেদন করেছেন। আবেদনগুলো যাচাই-বাছাই চলছে। নিয়োগের জন্য তাড়াহুড়া করা হচ্ছে না। তবে ৫ আগস্টের আগে আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে কিছু জনবল নিয়োগ দেওয়ার কাজ চলছে। এখানে তো বিশেষায়িত লোকবলের প্রয়োজন হয়, সে দিকটা মাথায় রেখেই এটি চালু করার কাজ চলছে।„ চালু হলে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে বলে জানান তিনি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একজন ট্রাস্টি নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এভাবে নিজস্ব জনবল ছাড়া জাদুঘর চালু করা যায় না। জোড়াপট্টি দিয়ে কোনো কাজ করলে সেটা ভালো হয় না। সবকিছু গুছিয়েই এটির উদ্বোধন করা উচিত।„

কী থাকবে এই জাদুঘরে?

জাদুঘর সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই জাদুঘরে গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহ, শহিদের আত্মত্যাগ, আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোকচিত্র, ভিডিও, দলিল-দস্তাবেজ এবং প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো তুলে ধরাই হবে প্রধান লক্ষ্য। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জাদুঘরটি শুধু স্মৃতিচারণের স্থান নয়, বরং জুলাই আন্দোলনের ইতিহাস, ত্যাগ ও সংগ্রাম নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। দেশি-বিদেশি গবেষকরা অনলাইনে এটি দেখার সুযোগ পাবেন। জাদুঘরের মহাপরিচালক তানজিম ইবনে ওয়াহাব ডয়চে ভেলেকে বলেন, "যে জায়গাটিতে এই জাদুঘর বানানো হয়েছে, সেই গণভবন তো শুধু শেখ হাসিনার বাসভবন ছিল না। এখানে তার অফিসও ছিল। ফলে ওই অফিসে অনেক নথি পাওয়া গেছে। যার কিছু অংশ ট্রাইব্যুনালে বিচারের সময়ও ব্যবহার হয়েছে। এগুলো ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে এখানে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া ৫ শতাধিক শহিদের পরিবারের বক্তব্য অডিও আকারে শোনা যাবে। এমনকি বিশেষ ব্যবস্থায় ফ্যাসিজমের সময়ের আয়নাঘরও এখানে রাখা হয়েছে।„

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী ও সচিব যা বললেন

গত বুধবার সচিবালয়ে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস-২০২৬ পালন উপলক্ষ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। বৈঠক শেষে জাদুঘরের মহাপরিচালক তানজিম ইবনে ওয়াহাব বলেন, উদ্বোধন সামনে রেখে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো শেষ মুহূর্তের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে। প্রদর্শনীর উপকরণ সংযোজন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল কনটেন্ট স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রিসভার সদস্য, কূটনীতিক, শহিদ পরিবারের সদস্য, আন্দোলনে অংশ নেওয়া প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট নাগরিকের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। উদ্বোধনের পর নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সাধারণ দর্শনার্থীর জন্য জাদুঘরটি খুলে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থী, গবেষক এবং ইতিহাস-আগ্রহীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি ও গাইডেড ট্যুরের ব্যবস্থাও থাকবে। প্রবেশের টিকিট সংগ্রহ করা যাবে অনলাইনে। বৈঠকের বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী ডয়চে ভেলেকে বলেন, "ওই বৈঠকে জুলাই স্মৃতি জাদুঘর নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। এমনকি কবে এটি খোলা হবে, সে ব্যাপারেও কোনো আলোচনা হয়নি। ফলে ৫ আগস্ট যে এটি উদ্বোধনের কথা হচ্ছে, সেটি নিশ্চিত নয়। আমরা চেষ্টা করছি, কাজ শেষ হলে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানো হবে।„ তিনি আরো বলেন, দুই-একদিনের মধ্যেই পরিচালনা কমিটি গঠন করে উদ্বোধনের তারিখ ঘোষণা করা

হবে। আর মন্ত্রণালয়ের সচিব কানিজ মওলা ডয়চে ভেলেকে বলেন, "৫ আগস্টের আগেও এটির উদ্বোধন হতে পারে। আমাদের যে কাজ, সেগুলো আমরা শেষ করার চেষ্টা করছি।„ জনবল ছাড়া কীভাবে চালু হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "উদ্বোধনের আগে হয়ে যাবে। আমরা কাজগুলো করেই উদ্বোধন করবো।„

বারবার উদ্বোধনের ঘোষণা!

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ও একাধিকবার উদ্বোধনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। সেই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস জাদুঘরটি একাধিকবার পরিদর্শন করে দ্রুত খুলে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। গত বছরের ১৪ জুলাই গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী জানিয়েছিলেন, ২০২৫ সালের ৫ আগস্ট উদ্বোধন করা হবে। তবে তা আর হয়নি। গত ১২ মে জাদুঘর পরিদর্শন শেষে বর্তমান সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী জানিয়েছিলেন, জুলাইয়ের শেষে বা আগস্টের শুরুতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর সবার জন্য উন্মুক্ত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাদুঘর উদ্বোধন করবেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদও সংসদে তা জানিয়েছেন। কিন্তু সেটি হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। গত পহেলা জুলাই রায়ের বাজারে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের গণকবর জিয়ারত শেষে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, "আগামী ৫ আগস্টের মধ্যে জুলাই স্মৃতি জাদুঘর দর্শনার্থীর জন্য খুলে দিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে জাদুঘর চালু না হলে জনগণ নিজেরাই তা খুলে প্রবেশ করবে।„ তিনি জানান, দুই-একদিনের মধ্যেই পরিচালনা কমিটি গঠন করে উদ্বোধনের তারিখ ঘোষণা করা হবে। এনসিপির যুগ্ম আহবায়ক মনিরা শারমীন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর এর কাজ খুব বেশি এগোয়নি। অথচ অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টা এটিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সরকারকে বুঝতে হবে, এটি জনগণের আবেগের জায়গা। এটিতে অবহেলা করলে তার ফল ভালো হবে না।„

ক্ষোভ জুলাই শহিদ পরিবারের

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ভেঙে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে জুলাই স্মৃতি জাদুঘর দ্রুততম সময়ের মধ্যে চালুর দাবি জানিয়েছে জুলাই শহিদ পরিবার। শুধু নাম চালু না করে জাদুঘরের কার্যক্রম পুরোপুরি কার্যকর করা এবং কোনো ষড়যন্ত্র যাতে এটি স্থবির করতে না পারে, সে জন্য প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি দিক-নির্দেশনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আহ্বান করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার জাতীয় জাদুঘরের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তারা এই দাবি জানায়। লিখিত বক্তব্যে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ সৈকতের বোন সাবরিনা আফরোজ সেবন্তি বলেন, "পূর্বঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ৫ আগস্ট এই জুলাই স্মৃতি জাদুঘর সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার কথা ছিল। কিন্তু আমরা জানতে পারি, গত সপ্তাহের শেষে সংস্কৃতি সচিব কানিজ মওলা একটি সভায় জানিয়েছেন যে, তিনি জাদুঘরের নিয়োগ বিধিতে পরিবর্তন আনার পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের প্রশ্ন, জনতার ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সর্বসম্মতভাবে জুলাই জাদুঘর আইন পাস করেছে, তাহলে এক আমলা হয়ে সেই আইনে পরিবর্তন আনার অনুমোদন তিনি কোথায় পেলেন?„ সাবরিনা আফরোজ সেবন্তি অভিযোগ করেন, "ষড়যন্ত্রকারীরা শুধু জাদুঘর উদ্বোধনেই বিলম্ব করাচ্ছে না, বরং এটিকে প্রশাসনিক বা কাঠামোগতভাবে পুরোপুরি অকার্যকর করতে চাইছে। এ ছাড়া জাদুঘরকে প্রশাসনিক অসহযোগিতা করা, বাজেট ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ আটকে রেখে একে অচল করে দেওয়া, মানুষ যাতে সঠিক ইতিহাস না জানতে পারে এবং আন্তর্জাতিক মহলে এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, সেই পরিকল্পনা চলছে। তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে জাদুঘর উন্মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন, না হলে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা দেন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর বিল পাস

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস, নিদর্শন ও দলিল সংরক্ষণ, গবেষণা এবং প্রদর্শনের জন্য জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর বিল সংশোধিত আকারে পাস করেছে জাতীয় সংসদ। সংসদে উত্থাপনের পর বিলটি অবিলম্বে বিবেচনার জন্য নেওয়া হয়। যদিও সংসদের বিশেষ কমিটি অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি করা এই অধ্যাদেশসহ ৯৮টি অধ্যাদেশ হুবহু পাসের সুপারিশ করেছিল। পরে অধিবেশনে ৮ ধারায় তিনটি সংশোধনী এনে বিলটি সংশোধিত আকারে পাস হয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায়চৌধুরী বিল উত্থাপনের সময় বলেন, "২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসের গণ-অভ্যুত্থান ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস, নিদর্শন ও দলিলাদি সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার উদ্দেশ্যেই এই বিল আনা হয়েছে।„ বিলের দফা বিবেচনার আগে মাদারীপুর-৩ আসনের সরকারদলীয় সংসদ সদস্য আনিছুর রহমান ৮ ধারার ওপর তিনটি সংশোধনী প্রস্তাব তোলেন। তার প্রধান প্রস্তাব ছিল, জাদুঘরের পর্ষদের সভাপতি হিসেবে বাইরে থেকে মনোনীত কোনো বিশেষজ্ঞের বদলে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী থাকবেন। আরেকটি সংশোধনীতে ৮ ধারার ২ উপধারার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে থাকা সংশ্লিষ্ট (ক) দফা বাদ দেওয়ার প্রস্তাব আসে। তৃতীয় সংশোধন প্রস্তাবে বলা হয়, পর্ষদের কোনো সদস্য বা সভাপতি যে-কোনো সময় সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন, আর সরকার জনস্বার্থে যে-কোনো সময় যে-কোনো সদস্যের মনোনয়ন বাতিল করতে পারবে। কণ্ঠভোটে

সংশোধনীগুলো গৃহীত হওয়ার পর বিলের বাকি ধারাগুলোও পাস হয়। শেষে সংসদে সংশোধিত আকারে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর বিল, ২০২৬ পাস হওয়ার ঘোষণা দেন স্পিকার।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৫.০৭.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

জনগণের বিশ্বাস ও ভালোবাসার ওপর নির্ভরতা বজায় রাখতে চাই: প্রধানমন্ত্রী

জনগণের বিশ্বাস ও ভালোবাসার ওপর নির্ভরতা বজায় রাখতে চান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, "একটি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান হিসেবে আমি জনগণের বিশ্বাস এবং ভালোবাসার ওপর আমার আস্থা ও নির্ভরতা বজায় রাখতে চাই। সুতরাং নিরাপত্তা কৌশল যাতে সরকারপ্রধানকে জনগণ থেকে দূরে ঠেলে না দেয়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য আমি আপনাদের প্রতি বিশেষভাবে আহ্বান জানাই।" রোববার (৫ জুলাই) ঢাকার সেবানিবাসে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের (পিজিআর) ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার বাইরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনসভা এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে হয়। এসব অনুষ্ঠানে ব্যাপক জনসমাগমের মধ্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কিছুটা জটিল। তাই একদিকে সরকারপ্রধানের নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং অন্যদিকে, নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত রাখার মধ্যে ভারসাম্য রেখেই নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানের শুরুতে পিজিআরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাহিনীর সাবেক ও বর্তমান সব কর্মকর্তা ও সদস্যকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, 'নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাই গার্ডসের লক্ষ্য, এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে পিজিআরের সদস্যরা আন্তরিকতা, পেশাগত দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সাহস ও দেশপ্রেমের শপথে বলীয়ান হয়ে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী তার জীবনের 'সবচেয়ে শোকাবহ ও হৃদয়বিদারক, ঘটনা হিসেবে তার বাবা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শাহাদাত বরণ করার সময় কর্তব্যরত পিজিআরের কয়েকজন সদস্যও শহিদ হন। তাদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে মাগফেরাত কামনা করেন তিনি। তিনি বলেন, দায়িত্ব পালনকালে তাদের নির্মম মৃত্যু রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের নিরাপত্তায় অটল আনুগত্য, কর্তব্যপরায়ণতা এবং জীবন উৎসর্গের যে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তা পিজিআরের সদস্যদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

পল্লী উন্নয়ন দিবস উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী

জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রোববার (৫ জুলাই) সকাল সাড়ে ৯টায় সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়। ১০ টাকা মূল্যমানের স্মারক ডাকটিকিটের পাশাপাশি একটি উদ্বোধনী খাম এবং ৫ টাকা মূল্যমানের একটি ডাটা কার্ডও প্রকাশ করা হয়। এসময় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. শহীদুল হাসান উপস্থিত ছিলেন। ৬ জুলাই 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস, উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ প্রতি বছর বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও ডাটা কার্ড প্রকাশ করে থাকে। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ও পল্লী উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া এবং দিবসটির তাৎপর্য জনসমক্ষে তুলে ধরা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

গ্রাম ও পল্লীকেই জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে: প্রধানমন্ত্রী

গ্রাম ও পল্লিকেই জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সোমবার (৬ জুলাই) উদ্‌যাপিত হতে যাওয়া 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস-২০২৬, উপলক্ষ্যে রোববার (৫ জুলাই) দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি ন্যায়ভিত্তিক, অংশগ্রহণমূলক ও জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার উন্নয়নের মূলধারায় দেশের প্রতিটি মানুষকে সম্পৃক্ত করতে চায়। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে গ্রাম ও পল্লীকেই জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কারণ, উন্নত পল্লী ছাড়া সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সেই লক্ষ্যকে আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয়ে দেশে প্রথমবারের মতো 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস -২০২৬, উদ্‌যাপন একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'উন্নত পল্লী, সমৃদ্ধ দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ, সরকারের উন্নয়ন দর্শন, জনগণের প্রত্যাশা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ অভিযাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যোগ করেন তিনি। তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে আমাদের পল্লী। দেশের প্রায় ৬৮ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে এবং কৃষি, ক্ষুদ্র উদ্যোগ, কুটিরশিল্প ও স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই পল্লী উন্নয়ন কেবল একটি খাতভিত্তিক কর্মসূচি নয়; বরং একটি সমৃদ্ধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। তিনি উল্লেখ করেন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থানীয়

সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মধ্যদিয়েই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে আরও গতিশীল ও স্থায়ী করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৯৭৭ সালে ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের একটি সুদূরপ্রসারী রূপরেখা প্রণয়ন করেন।
এ কর্মসূচির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ ও জাতীয় অর্থনী তিকে শক্তিশালী করা, সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, যুবসমাজকে সুসংগঠিত করা, প্রশাসন ও উন্নয়ন কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। পাশাপাশি কৃষক সংগঠন গঠন, সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ, খাল খনন, সেচ ও কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তৃণমূল জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত `গ্রাম সরকার ব্যবস্থা, দেশের স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমকে নতুন গতি ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদান করে, জানান তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক গৃহীত বিস্তৃত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তার সময়কালে গ্রামীণ সড়ক, সেতু ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, কৃষি ঋণ মওকুফ এবং ক্ষুদ্র ঋণ ও আয়বর্ধক কার্যক্রমে সহায়তার মাধ্যমে পল্লী অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এসব কার্যক্রম পল্লী অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক গতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বাণীতে বলা হয়, একটি জবাবদিহিমূলক, ন্যায়ভিত্তিক ও জনকল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থার প্রত্যয়ে দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় পর স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে বর্তমান নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে। সরকার এরই মধ্যে জাতীয় প্রতিশ্রুতি (নির্বাচনি ইশতেহার -২০২৬) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পল্লীর দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কৃষক কার্ড, ফ্যামিলি কার্ড, খাল পুনঃখনন, কৃষি ঋণ মওকুফ, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং নারী ও যুবসমাজের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মসূ চি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই পল্লী গড়ে তুলতে আমি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সব দপ্তর-সংস্থা এবং পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত সব অংশীজনের প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানাই। আমি বিশ্বাস করি, সরকারের পাশাপাশি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের পল্লী হবে আরও আধুনিক, উৎপাদনশীল ও সমৃদ্ধ; আর সেই সমৃদ্ধ পল্লিই গড়ে তুলবে একটি উন্নত, আত্মমর্যাদাশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

কার্বন ক্রেডিট বাড়াতে কর্মপরিকল্পনার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে দেশের কার্বন ক্রেডিট বাড়ানোর সম্ভাবনা এবং এ বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। রোববার (৫ জুলাই) বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক এক সভায় তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দেন। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি সেক্রেটারি মোস্তফা জুলফিকার হাসান এ তথ্য জানান। সভায় প্রধানমন্ত্রী নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, শিল্পখাতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির প্রয়োগ, জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়ন, বন সংরক্ষণ এবং ব্যাপক বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কার্বন শোষণ বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক কার্বন বাজারে বাংলাদেশের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বাস্তবসম্মত পরিকল্প না গ্রহণের নির্দেশ দেন তিনি। এসময় প্রধানমন্ত্রী কার্বন ক্রেডিট ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত, নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানোর কথাও বলেন। প্রধানমন্ত্রী কার্বন ক্রেডিট অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় জোরদার করতে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। সভায় উপস্থিত মন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান, কার্বন নিঃসরণ কমাতে কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা গেলে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কার্বন ক্রেডিট অর্জনের সুযোগ বাড়বে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

নবম শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আসছে, শূন্যপদ সাড়ে ৬৯ হাজার

দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে নবম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষা আয়োজনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুমতি চেয়েছে সংস্থাটি। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেলেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। এতে শূন্যপদ থাকতে পারে ৬৯ হাজার ৫৭৭টি। রোববার (৫ জুলাই) শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনটিআরসিএ সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এনটিআরসিএ কর্মকর্তারা জানান, নবম এনটিআরসিএ প্রবেশ পর্যায়ে (এন্ট্রি লেভেল) শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের যাচাই করা ১১৬টি বিষয়ের ৭৫ হাজার ৭৬৯টি শূন্যপদের চাহিদা পাওয়া যায়। এ শূন্যপদ থেকে ১৮তম নিবন্ধনধারীদের পদ সংরক্ষণ করে ৬৯ হাজার ৫৭৭টি শূন্যপদে প্রবেশ পর্যায়ের জন্য নি য়োগ পরীক্ষা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হতে পারে। মন্ত্রণালয়ে পাঠানো চিঠিতে বিষয়টি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত পদে শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি এবং পরীক্ষার জন্য প্রণীত সিলেবাস অনুমোদন করে ৬৯

হাজার ৫৭৭টি পদের জন্য `নবম এনটিআরসিএ এন্ট্রি লেভেলের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২০২৬,-এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক নাসির উদ্দিনকে প্রত্যাহার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন সারোয়ারকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। শনিবার (৪ জুলাই) তাকে প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী , শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে গুলির নির্দেশ দেওয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে নাসির উদ্দিন সারোয়ারের নামও রয়েছে। তিনি গত আওয়ামী লীগ আমলে রাষ্ট্রপতির প্রোটোকল অফিসার এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ বাস্তবায়ন না হওয়ায় সারাদেশে ডেঙ্গুর বিস্তার

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে গত ২৬ বছর ধরে বিশেষজ্ঞরা একের পর এক সুপারিশ দিলেও, সেগুলোর বাস্তবায়ন না হওয়ায় বর্তমানে ডেঙ্গু রাজধানীসহ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলা দেশ হেলথ রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি প্রতীক ইজাজ। তিনি বলেন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে শুধু নাগরিকদের অসচেতনতাকে দায়ী করলে হবে না , স্বাস্থ্য বিভাগ ও স্থানীয় সরকারের সমন্বয়হীনতা, দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নের অভাবই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বেশি দায়ী। এই সংকট দূর না হলে প্রতি বছর গোলটেবিল বৈঠক হবে , কিন্তু মানুষ ডেঙ্গুতে মৃত্যুবরণ করতেই থাকবে। শনিবার (৪ জুলাই) রাজধানীর বাড্ডায় জাগো নিউজ কার্যালয়ে `ডেঙ্গু পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয় , শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন। প্রতীক ইজাজ বলেন, ২০০০ সালের দিকে যখন দেশে ডেঙ্গু জাতীয়ভাবে পরিচিত হতে শুরু করে, তখন অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ হাসপাতালে বসে ডেঙ্গু নিয়ে গবেষণা ও রোগীর চিকিৎসা করতেন। এরপর গত ২৬ বছরে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে অসংখ্য সুপারিশ ও সতর্কবার্তা দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি। যদি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হতো , তাহলে ২০২৬ সালে এসে ডেঙ্গু এত ভয়াবহ আকার ধারণ করত না এবং রাজধানীর বাইরে সারাদেশে এভাবে ছড়িয়ে পড়ত না। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যখাত রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা জরুরি। জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগুলো রাজনৈতিক বিবেচনার পরি বর্তে পেশাগত দক্ষতা ও বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে নেওয়া উচিত। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সমালোচনা করে তিনি বলেন , নাগরিকরা নিয়মিত কর দিলেও, তাদের সমস্যার কথা জানানোর মতো কার্যকর কোনো অভিভাবক খুঁজে পান না। আগে এলাকার কমিশনাররা নিজ নিজ এলাকার অলিগলি , বাড়িঘর ও স্থা নীয় বাস্তবতা সম্পর্কে জানতেন। কিন্তু বর্তমানে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সেই ঘনিষ্ঠতা না থাকায় কার্যকর সমন্বয়ের অভাব তৈরি হয়েছে। এই সমন্বয়হীনতাই ঢাকা থেকে দেশের অন্যান্য এলাকায় ডেঙ্গু বিস্তারের অন্যতম কারণ। তিনি বলেন, বর্তমানে সাধারণ মানুষের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বা প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ বা রোগতত্ত্ব বিভাগ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা বললেও সংক্রমণ ব্যাপক আকার ধারণ করলে তারা আর পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে না। তাই সারা বছর ডেঙ্গু কর্নার চালু রাখা এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লে ক্সগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন। অন্যথায় মানুষ বাধ্য হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

ডিএমপির অভিযানে রাজধানীতে ৫০৮ জন গ্রেফতার

রাজধানীতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নিয়মিত অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০৮ জন গ্রেফতার হয়েছে। একই সময়ে ৫০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। রোববার (৫ জুলাই) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী বলেন, রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ডিএমপির বিভিন্ন অপরাধ ও গোয়েন্দা বিভাগ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ ৫০৮ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারদের মধ্যে রমনা বিভাগ ৫২ জন, লালবাগ বিভাগ ২৩ জন, ওয়ারী বিভাগ ৩২ জন, মতিঝিল বিভাগ ৪৮ জন, তেজগাঁও বিভাগ ৬৮ জন, মিরপুর বিভাগ ৯৫ জন, গুলশান বিভাগ ৫৩ জন, উত্তরা বিভাগ থেকে ১৩৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের হেফাজত হতে ১ কেজি ২৬০ গ্রাম গাঁজা, ৩৮১টি ইয়াবা, ৮ গ্রাম হেরোইন, ১২ বোতল বিদেশি মদ, ২টি কর্ক, ১টি ধারালো ছুরি, ৬টি বস্তায় বিভিন্ন প্রকার ভারতীয় হোমিও প্যাথিক ঔষধ , ১৪টি মোবাইল ও নগদ ২২ হাজার ১২০ টাকা উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্য বস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ২৫

রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানা এলাকায় বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৫ জনকে গ্রেফতার করেছে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ। রোব বার (৫ জুলাই) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ -পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। উত্তরা পশ্চিম থানার বরাত দিয়ে নিয়াজ

মেহেদী বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রব ণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৫ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত ও পরোয়ানাভুক্ত মামলার আসামি ও বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িতরা। গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

হামে শিশুর মৃত্যু, ড. ইউনূস-শফিকুলসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন

হামের টিকা সংগ্রহ, সরবরাহ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় অবহেলার অভিযোগ এনে অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে ঢাকার আদালতে মামলার আবেদন হয়েছে। আদালত বাদীর জবানবন্দি নিয়ে এ বিষয়ে পরে আদেশ দেবেন বলে জানিয়েছেন। রোববার (৫ জুন) ঢাকার অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলামের আদালতে আবেদনটি করেন হামে মারা যাওয়া নয় মাস বয়সি শিশু সাউদা মুসকানের বাবা সিরাজুল ইসলাম। বাদীপক্ষের আইনজীবী তাছলিমা জাহান পপি বলেন, আদালত আবেদনকারীর জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আদেশের জন্য অপেক্ষমাণ রাখা হয়েছে। মামলার আবেদনে অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ও সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম ছাড়াও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. আবু জাফর এবং সাবেক প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমকে আসামি করার আবেদন জানানো হয়েছে। আবেদনে উল্লেখ করা হয়, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে শরীয়তপুর সদর উপজেলার নয় মাস বয়সি সাউদা মুসকান জ্বরে আক্রান্ত হয়। স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নে ওয়ার পরও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় মার্চের প্রথম সপ্তাহে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ২২ মার্চ মহাখালীর সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক ও নার্সদের অবহেলার অভিযোগও আনা হয়েছে। আবেদনে বলা হয়, এক পর্যায়ে শিশুটির মায়ের হাতে অক্সিজেন সিলিন্ডার ধরিয়ে দিয়ে সেটি শিশুর মুখে লাগাতে বলা হয়। তিনি তা করতে না পারলে পরে একজন সুইপারের মাধ্যমে অক্সিজেন দেওয়া হয়। এর প্রায় দুই ঘণ্টা পর শিশুটি মারা যায়। আবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, সময়মতো হামের টিকা সংগ্রহ ও সরবরাহ নিশ্চিত না করা, চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগের ঘাটতি এবং সংশ্লিষ্টদের অবহেলার কারণে দেশে ছয় শতাধিক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সাউদা মুসকানের মৃত্যু সেই ঘটনারই অংশ বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। এ কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনার আবেদন জানানো হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

যে আইনে জামায়াত নিষিদ্ধ করেছিল, সে আইনেই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে

দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারের জন্য জুলাই অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধসহ বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, তদন্তে সত্যতা মিললে বিচারে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের পাশাপাশি দলটির সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সুযোগ রয়েছে ট্রাইব্যুনাল আইনে। চিফ প্রসিকিউটর আরও বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনেই আওয়ামী লীগ সরকার একসময় জামায়াতকে নিষিদ্ধ করেছিল। এখন সেই আইনি কাঠামোর আওতায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত চলছে। রোববার (৫ জুলাই) নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি। আমিনুল ইসলাম বলেন, সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার হবে কি, হবে না, সে বিষয়ে আমা দের তদন্ত চলছে। তদন্তের পর সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যদি প্রাথমিক অভিযোগ পাওয়া যায়, রিপোর্ট যদি দাখিল করা হয়; চিফ প্রসিকিউটর হিসেবে আমার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। তিনি বলেন, তদন্তে যদি মানবতাবিরোধী অপরাধসহ উত্থাপিত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের আওতায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিচার পরিচালনা করা সম্ভব হবে। অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ হলে আদালতের আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতে পারে। একইসঙ্গে আইনে দলটি র সম্পত্তি বাজেয়াপ্তেরও সুযোগ রয়েছে। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন - উভয় আইনের আওতায়ই করা সম্ভব। এই দুই আইন সংশোধনের মাধ্যমে সংগঠন বা রাজনৈতিক দলের বিচার করার যে আইনি কাঠামো তৈরি হয়েছে, তা আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই প্রণীত হয়েছিল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

হামের উপসর্গে আরও ৭ শিশুর মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৭ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ১ হাজার ৩১টি শিশু। রোববার (৫ জুলাই) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম -বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৭ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৬৪৫টি শিশুর। আর হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ৯৩টি শিশু প্রাণ

হারিয়েছে। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এই সময়ে মোট ৭৩৮টি শিশু মারা গেছে। এছাড়া, ২৪ ঘণ্টায় ১০৬টি শিশু হামে আক্রান্ত হয়েছে, আর হামের উপসর্গজনিত রোগী র সংখ্যা ৯২৫। এই সময়ে ৮৭৮টি শিশু নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৯০৪টি শিশু। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৫ হাজার ৬১৮, আর নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১২ হাজার ৬৩২। এর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোট ৮৮ হাজার ৮৪৪ রোগী, যাদের মধ্যে ৮৫ হাজার ১২২ জন ছাড়পত্র পেয়ে ইতোমধ্যে বাড়ি ফিরেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজঃ০৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

দেনমোহর আদায়ের নীতিমালা তৈরি করতে হাইকোর্টে রিট

বিয়ের সময় ধার্য করা দেনমোহর আদায়ে নীতিমালা তৈরি করার নি র্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন দায়ের করা হয়েছে। রোববার (৫ জুলাই) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার ফাহমিদা আক্তার জনস্বার্থে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এই রিট দায়ের করেন। রিটে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক সচিবকে বিবাদী করা হয়েছে। রিটে কেন মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর ১০ নম্বর ধারার অধীনে একটি ব্যাপক নির্দেশিকা প্রণয়ন ও জারি করার নির্দেশ দেওয়া হবে না, এই মর্মে রুল জারির আর্জি জানানো হয়েছে। রিটের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন আইনজীবী ব্যারিস্টার ফাহমিদা আক্তার নিজে। রিট আবেদনে বলা হয়েছে, বিয়ের তারিখের এক বছর পর প্রদত্ত দেনমোহরের মূল্যায়ন ও আদায়ের পদ্ধতি, নীতিমালা এবং উপায় নির্ধারণ করা থাকবে, যার উদ্দেশ্য হবে বিবাহে নারীদের অধিকার ও আর্থিক স্বার্থ রক্ষা ও সংরক্ষণ করা। এছাড়া মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর ১০ নম্বর ধারার অস্পষ্টতা দূর করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজঃ০৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

রামপুরায় মাদরাসার গ্রিলের সঙ্গে ঝুলছিল শিশু শিক্ষার্থীর মরদেহ

রাজধানীর রামপুরার এক মাদরাসা থেকে তাহমিদুল ইসলাম (১০) নামের এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধা র করা হয়েছে। হিফজ বিভাগের ওই শিক্ষার্থী মাদরাসার গ্রিলের সঙ্গে গামছা পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেয় বলে দাবি মাদরাসা সংশ্লিষ্টদের। রোববার (৫ জুলাই) দুপুর ১২টার দিকে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। তবে মরদেহ উদ্ধার করা হয় শনিবার দিনগত রাত পৌনে ২টার দিকে। হাতিরঝিল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সুমন মিয়া বলেন, খবর পেয়ে পূর্ব রামপুরার বেটার লাইফ হাসপাতাল থেকে রাত পৌনে ২টার দিকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। তিনি আরও বলেন, ওই মাদরাসার বাবুর্চি মোতাহার দাবি করেছেন, তাহমিদুল হেফজ বিভাগে পড়তো। রাত ১২টার দিকে তাহমিদুলের বাবা, হুজুর (শিক্ষক) ও বাবুর্চি আম কিনতে বাজারে যান। বাজার থেকে এসে দেখেন, তাহমিদুল জানালার গ্রিলের সঙ্গে গামছা পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস নিয়ে ঝুলে আছে। পরে তাকে উদ্ধার করে বেটার লাইফ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওখানেই তার মৃত্যু হয়। নিহত তাহমিদুল সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ থানার কাজীপুর এলাকার মোহাম্মদ শাহিন রেজার ছেলে। সে রামপুরার মহানগর প্রোজেক্টের দুই নম্বর রোডের আল ফুরকান মাদরাসার শিক্ষার্থী ছিল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজঃ০৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

তথ্য মন্ত্রণালয়ের আইন সময়োপযোগী করা হবেঃ তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ ও ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের বিস্তারের ফলে সৃষ্ট নতুন বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালা সময়োপযোগী করা এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন পর্যালোচনা ও বাস্তবতার নিরিখে যুগোপযোগী সুপারিশ প্রণয়নের নির্দেশ দিয়ে ছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। রোববার (৫ জুলাই) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আইন সময়োপযোগীকরণ এবং নতুন আইন প্রণয়ন -সংক্রান্ত সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সময়ে মানুষের জীবনযাপন, চিন্তাভাবনা, যোগাযোগ ও সামাজিক আচরণের সঙ্গে ডিজিটাল প্রযুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। প্রযুক্তি যেমন মানুষের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে, তেমনি এর সঙ্গে নতুন ধরনের ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জও তৈরি হয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে সেগুলোকে একটি কার্যকর আইনি কাঠামোর আওতায় আনা এখন সময়ের দাবি। তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যমান সব আইন, বিধি, প্রবিধান ও নিয়মাবলি পর্যালোচনার কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। কোন আইন আধুনিকায়ন প্রয়োজন, কোথায় নতুন আইন প্রয়োজন এবং কোন ক্ষেত্রে আইনি ঘাটতি রয়েছে - এসব বিষয় গভীরভাবে পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রণয়ন করবে সংশ্লিষ্টরা। জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, একসময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি মূলত প্রিন্ট মিডিয়া ও সম্প্রচারমাধ্যমে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের বিকাশের ফলে অসংখ্য নতুন মাধ্যম তৈরি হয়েছে, যেগুলোর অনেকগুলোই প্রচলিত আইনের আওতার বাইরে রয়েছে। তাই পরিবর্তিত বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইনি কাঠামোও আধুনিকায়ন করতে হবে। মন্ত্রী বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিয়ন্ত্রণ এবং প্রযুক্তিনির্ভর ন তুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিভিন্ন নতুন আইন

প্রণয়ন করেছে। এসব দেশের আইন ও অভিজ্ঞতা গভীরভাবে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার দায়িত্বও কমিটিকে দেওয়া হয়েছে, যেন বাংলাদেশের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কার্যকর আইনি কাঠামো গড়ে তোলা যায়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

কারা অধিদপ্তরের কঠোর নির্দেশনা: ডোপটেস্টে `না, বললেই ব্যবস্থা

কারা বিভাগকে মাদকমুক্ত ও শৃঙ্খলাবাহিনী হিসেবে সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সরকারের জারি করা `জৈব নমুনায় মাদকদ্রব্য শনাক্তকরণ পরীক্ষা (ডোপটেস্ট) বিধিমালা, ২০২৬, কঠোরভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে কারা অধিদপ্তর। সম্প্রতি জারি করা এক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, কারা অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয় দপ্তর ও দেশের সব কারাগারে কর্মরত সব পর্যায়ের কর্মচারীদের জন্য ডোপটেস্ট সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা কার্যকর হবে। সম্প্রতি কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেনের সই করা এক নির্দেশনায় এসব তথ্য জানানো হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী, কারা বিভাগে নতুন চাকরিতে যোগদানের আগে ডোপটেস্টে নেতিবাচক (নেগেটিভ) ফলাফল বাধ্যতামূলক। এছাড়া কর্মরত কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে মাদক গ্রহণের প্রাথমিক সন্দেহ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাকে ডোপটেস্টে পাঠাবে। কোনো কর্মচারীকে ডোপটেস্টের নির্দেশ দেওয়া হলে তা পালন করা বাধ্যতামূলক। পরীক্ষায় অংশ নিতে অস্বীকৃতি, নির্ধারিত স্থানে অনুপস্থিত থাকা বা পলায়ন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে পলায়নসহ প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডোপটেস্টে পজিটিভ ফলাফল এলে নবনিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকরির জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন। অন্যদিকে, চাকরিরত কোনো কর্মচারীর ক্ষেত্রে ফলাফল পজিটিভ হলে তাকে `সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮, এবং `কারা বিধি, অনুযায়ী গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলার মুখোমুখি হতে হবে। এছাড়া মাদকাসক্ত হিসেবে ঘোষিত কর্মচারীকে সরকারের নির্ধারিত পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। নির্দেশিত চিকিৎসা বা পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশ নিতে অস্বীকৃতি বা অবহেলা করলেও, তা পৃথক শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২৭১

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি। তবে এ সময়ে নতুন করে ২৭১ জন ডেঙ্গুরোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। রোববার (৫ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, নতুন ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে ঢাকা মহানগরে ৪৫ জন, বরিশাল বিভাগে ৬৩ জন, খুলনা বিভাগে ৬৩ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩০ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৭ জন, রাজশাহী বিভাগে ৪ জন এবং সিলেট বিভাগে ২ জন রয়েছেন। চলতি বছরের ৫ জুলাই পর্যন্ত দেশে মোট ৬ হাজার ৮৭১ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে চলতি মাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬৭ জন এবং গত জুন মাসে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৯০৭ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন। এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্তদের মধ্যে ৬১.৬ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৮.৪ শতাংশ নারী। আক্রান্তদের মধ্যে চলতি বছরে এ পর্যন্ত মোট ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে ৫২ দশমিক ৬ শতাংশ পুরুষ ও ৪৭ দশমিক ৪ শতাংশ নারী রয়েছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

গ্রামবাংলা আমাদের শিকড়-শক্তি ও সম্ভাবনার আধার: রাষ্ট্রপতি

গ্রামবাংলা আমাদের শিকড়, শক্তি ও সম্ভাবনার আধার বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। তিনি বলেন, দেশের প্রায় ৬৮ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। এই জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নই দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির প্রধান ভিত্তি। কিন্তু শহরকেন্দ্রিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান এবং সীমিত বিকেন্দ্রীকরণের ফলে পল্লী অবকাঠামো ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ ঘোষিত `টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজিস), অর্জন এবং একটি উন্নত ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণে পল্লী উন্নয়নে একটি দক্ষ, সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সোমবার (৬ জুলাই) `জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস -২০২৬, উপলক্ষ্যে রোববার (৫ জুলাই) এক বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, `উন্নত পল্লী, সমৃদ্ধ দেশ-সবার আগে বাংলাদেশ, এই প্রতিপাদ্য ধারণ করে আজ প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী `জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস -২০২৬, পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত ১৯ দফা কর্মসূচি তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত করার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, তা দেশের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারও দেশের গ্রামাঞ্চলের জনমুখী, অংশগ্রহণমূলক, কার্যকর ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে নানাবিধ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার পাশাপাশি গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মানবসম্পদ উন্নয়ন, যুব ও

নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন, কৃষি ও অকৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে ইতোমধ্যে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশব্যাপী জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস পা লন সরকারের এই উন্নয়ন দর্শনের সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি পল্লী উন্নয়নের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারক আরও দৃঢ় করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। `আসুন, আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে পল্লী উন্নয়নের অগ্রযাত্রা আরও বেগবান করি এবং উন্নত পল্লী, সমৃদ্ধ দেশ গঠনে একযোগে কাজ করি। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলি একটি আধুনিক, উৎপাদনশীল ও আত্মনির্ভরশীল গ্রামবাংলা।, রাষ্ট্রপতি বলেন, আমি জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে গৃহীত সব কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

২৭তম বিসিএসের বঞ্চিত আরও ৭৭ জনকে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি

২৭তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আরও ৭৭ জন বঞ্চিত প্রার্থীকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশে এই প্রার্থীদের নিয়োগ দিয়ে রোববার (৫ জুলাই) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। আইনি লড়াইয়ে জিতে দুই দশক পর গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর ২৭তম বিসিএসের ৬৭৩ জন চাকরিপ্রার্থীকে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এরপর ১৩ মে আরও ৯৬ জন প্রার্থীকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভি ন্ন ক্যাডারে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের আগামী ১৪ জুলাইয়ের মধ্যে ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্ধারিত কার্যালয়ে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে পরবর্তী কোনো নির্দে শনা না পেলে ওই তারিখেই তিনি যোগদান করবেন। নির্ধারিত তারিখে যোগদান না করলে তিনি চাকরিতে যোগদান করতে সম্মত নন বলে ধরে নেওয়া হবে এবং নিয়োগপত্র বাতিল হয়ে যাবে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

জনসেবার মানোন্নয়নে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে: তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী

জনসেবার মানোন্নয়নে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী। রোববার (৫ জুলাই) ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া উপজেলা পরিষদের নবনির্মিত সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত, স্বচ্ছ ও মানসম্মত সরকারি সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব। উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনসেবার মানোন্নয়নে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

নির্ভরযোগ্য ডাটা জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি: অর্থমন্ত্রী

নির্ভরযোগ্য ডাটা সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মা হমুদ চৌধুরী। মন্ত্রী বলেন, মাইক্রোডাটা বিশ্লেষণ, ল্যাব গবেষক ও নীতি-নির্ধারকদের জন্য নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গভীরতর বিশ্লেষণের সুযোগ থাকবে, যা গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সরকারি ডাটা নতুন নতুন আঙ্গিকে গবেষণা বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি করবে। রোববার (৫ জুলাই) আগারগাঁওয়ে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বিবিএস নিয়মিতভাবে জাতীয় শুমারি ও জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ মাইক্রোডাটা উৎপাদন করে। এ ই ল্যাবের মাধ্যমে সেই ডাটা আরও নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও গবেষণাবান্ধব উপায়ে ব্যবহার করা যাবে। ডাটা থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে উন্নয়ন- এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিবিএস মাইক্রোডাটা বিশ্লেষণ ল্যাব উপাত্ত-ভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ ল্যাব স্থাপনের মাধ্য মে জনসাধারণকে সরকারি ডাটা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য মন্ত্রী বিবিএসকে ধন্যবাদ জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন প্রক্রিয়া সহজ করতে কল্যাণ কর্মকর্তা মনোনয়ন

অবসরগমনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত কা র্যক্রম আরও দ্রুত, সমন্বিত ও হয়রানিমুক্ত করতে অর্থ বিভাগের কল্যাণ কর্মকর্তা হিসেবে প্রশাসন-৪ শাখায় দায়িত্বরত কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগের প্রশাসন-৩ শাখা থেকে এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়। এই আদেশে গত ২ জুলাই সই করেন উপসচিব মো. জহিরুল হক। অফিস আদেশে বলা হয়েছে, `সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০,-এর ২.০১ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবসরগমনকারী সরকারি কর্মচারীদের পেনশন কেইস প্রক্রিয়াকরণে সহায়তার জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও দপ্তরে পেনশন সংক্রান্ত কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত একজন কর্মকর্তাকে কল্যাণ কর্মকর্তা হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার বিধান

রয়েছে। ওই বিধান অনুযায়ী অর্থ বিভাগের প্রশাসন -৪ শাখায় দায়িত্বরত কর্মকর্তাকে কল্যাণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

পিজিআরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী

প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট (পিজিআর)-এর ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌ যাপিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপ লক্ষ্যে রোববার (৫ জুলাই) সকালে পিজিআর সদর দপ্তরে পৌঁছান রাষ্ট্রপতি মো . সাহাবুদ্দিন। এ সময় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার -উজ-জামান এবং পিজিআরের কমান্ডার রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানান। পরে পিজিআরের একটি চৌকস দল রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রীয় সালাম প্রদান করে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানায়, অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি পিজিআরের সব কর্মকর্তা, জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার (জেসিও) ও অন্যান্য সদস্যদের উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। তিনি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপ লক্ষ্যে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শ হিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একইসঙ্গে ১৯৮১ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শ হিদ জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের সময় নিহত পিজিআরের পাঁচ সদস্যসহ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকালে প্রাণ উৎসর্গকারী সব সদস্যকে স্মরণ করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন , পিজিআরের সদস্যরা নিজেদের আরও দক্ষ , আধুনিক ও পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি। পরে দুপুরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পিজিআর সদর দপ্তরে পৌঁছালে সেনাবাহিনী প্রধান ও পিজিআরের কমান্ডার তাকে স্বাগত জানান। এ সময় প্রধানমন্ত্রীকেও পিজিআরের একটি চৌকস দল রা ষ্ট্রীয় সালাম প্রদান করে। শ হিদ ক্যাপ্টেন হাফিজ হলে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী অতিথিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং বক্তব্যে পিজিআরের সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি ভবিষ্যতেও দেশ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পিজিআরের সদস্যরা একই নিষ্ঠা ও পেশাদারত্ব বজায় রাখবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. নাসিমুল গনি, বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার , সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশনস) রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা এবং সামরিক ও বেসামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা , আমন্ত্রিত অতিথি এবং গণমাধ্য ম ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কমিটি পুনর্গঠন

প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কমিটি পুনর্গঠন করেছে সরকার। প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন নীতিমালা অনুযায়ী এই কমিটি পুনর্গঠন করে রোববার (৫ জুলাই) অফিস আদেশ জারি করেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তাকে কমিটির সভাপতি করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি অনুবিভাগের মহাপরিচালক , চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক , তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপ -সচিব (প্রেস-২) এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্র ণালয়ের সচিবালয় নিরাপত্তা শাখার উপ -সচিবকে কমিটির সদস্য করা হয়েছে। দৈনিক দিনকালের সম্পাদক ও প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন , ডিইউজে-বিএফইউজের মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী , জেডনিউজ ডট নিউজের নির্বাহী সম্পাদক ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ স ম্পাদক খুরশীদ আলম , একাত্তর টেলিভিশনের সিইও ও হেড অব নিউজ মো . শফিকুল ইসলাম এবং নিউজ টোয়েন্টিফোর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি উম্মে মারুফাকে কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে। তথ্য অধিদপ্তরের সিনিয়র উপ -প্রধান তথ্য অফিসারকে (প্রটোকল) কমিটিতে সদস্য সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অফিস আদেশে বলা হয়েছে , এই কমিটি প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যুর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এই কার্ড সংক্রান্ত আপত্তি , অভিযোগ, শুনানি ও নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়া প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংযোজন , সংশোধন ও পরিমার্জনের বিষয়ে এই কমিটি সুপারিশ করবে। ২০২৫ সালে নতুন প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন নীতিমালা করা হয়। ওই নীতিমালায় স্থায়ী ও অস্থায়ী কার্ডের বদলে তিন বছর মেয়াদি একই ধরনের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেওয়ার বিধান রাখা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রীর শোক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আজ এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের মৃত্যুতে দেশ একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও লেখককে হারালো। তিনি বলেন, তার মৃত্যুতে দেশের শিক্ষা অঙ্গনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। প্রধানমন্ত্রী মরহুমের রুহের মাগফেরাত ও চিরশান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালে বাংলা

অ্যাকাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক আজ বিকেলে রাজধানীতে ৮৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সুনাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুবিদিত: রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেছেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সুনাম সুবিদিত। জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল নির্ধারণে সবার আগে 'বাংলাদেশ নীতি, ধারণ করা হচ্ছে এবং এর মধ্যদিয়েই দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক ও শক্তিশালী হবে। আজ (৫ জুলাই) ঢাকা সেনানিবাসে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রপতি। মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, সরকার সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক চতুর্মাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল নির্ধারণে 'সবার আগে বাংলাদেশ, নীতি ধারণ করা হচ্ছে। এই নীতির মধ্যদিয়েই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক ও শক্তিশালী হবে। রাষ্ট্রপতি বলেন, সেনাবাহিনীর সুনাম আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুবিদিত। প্রেসিডেন্ট রেজিমেন্ট গার্ড'ও তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি বলেন, প্রচলিত নিরাপত্তা ঝুঁকির পাশাপাশি এখন সাইবার হামলা, এআইয়ের অপব্যবহার এবং বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা হুমকির চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। এসব মোকাবিলায় প্রযুক্তি সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কার্যকর কৌশলের বিকল্প নেই।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৫.০৭.২০২৬ এলিনা)

জুনে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪৩৮, মোটরসাইকেলেই প্রাণহানি সবচেয়ে বেশি

দেশে গত জুন মাসে ৪৭২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৩৮ জন নিহত এবং ৫৬১ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৪৪ জন নারী ও ৫৬ জন শিশু। মোট নিহতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার শিকার। জুনে ১৪৫টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৩৪ জন নিহত হয়েছেন, যা মোট প্রাণহানির ৩০ দশমিক ৫৯ শতাংশ। শনিবার প্রকাশিত রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের মাসিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। ৯টি জাতীয় দৈনিক, ১৭টি জাতীয় ও আঞ্চলিক অনলাইন নিউজ পোর্টাল, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম এবং সংস্থাটির নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন টি তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, জুন মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় ৯১ জন পথচারী নিহত হয়েছেন, যা মোট নিহতের ২০ দশমিক ৭৭ শতাংশ। এছাড়া ৫৭ জন চালক ও তাদের সহকারী নিহত হয়েছেন, যা মোট প্রাণহানির ১৩ শতাংশ। একই সময়ে দেশে ৯টি নৌ-দুর্ঘটনায় ৭ জন নিহত ও ৪ জন আহত হয়েছেন। এছা ড়া ২১টি রেলপথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৮ জন এবং আহত হয়েছেন ৭ জন। রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্ঘটনার মধ্যে ১৫১টি জাতীয় মহাসড়কে, ১৯৪টি আঞ্চলিক সড়কে, ৬৪টি গ্রামীণ সড়কে, ৫৭টি শহরের সড়কে এবং ৬টি অন্যান্য স্থানে ঘটেছে। দুর্ঘটনার ধরন অনুযায়ী সব চেয়ে বেশি ২০৬টি দুর্ঘটনা ঘটেছে যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে। এছাড়া মুখোমুখি সংঘর্ষে ১০৯টি, পথচারীকে চাপা বা ধাক্কা দিয়ে ৯৭টি, যানবাহনের পেছনে আঘাত করে ৫৩টি এবং অন্যান্য কারণে ৭টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনায় মোট ৭১৩টি যানবাহন জড়িত ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল মোটরসাইকেল (১৫৭টি), থ্রি-হুইলার (১৪১টি), বাস (১১৬টি) এবং ট্রাক (১০৭টি)। সময়ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে সকালে। মোট দুর্ঘটনার ৩১ দশমিক ৩৫ শতাংশ সকাল বেলায় ঘটেছে। এরপর রাতে ১৯ দশমিক ২৭ শতাংশ, দুপুরে ১৭ দশমিক ৫৮ শতাংশ, বিকালে ১৪ দশমিক ১৯ শতাংশ, সন্ধ্যায় ১১ দশমিক ৪৪ শতাংশ এবং ভোরে ৬ দশমিক ১৪ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যানে ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি ১১৬টি দুর্ঘটনায় ১১৮ জন নিহত হয়েছেন। চট্টগ্রাম বিভাগে ১১৩ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৭৭ জন নিহত হয়েছেন। সবচেয়ে কম দুর্ঘটনা ঘটেছে ময়মনসিংহ বিভাগে। সেখানে ১৯টি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৬ জন। রাজধানী ঢাকায় ৩২টি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ২৪ জন, আহত হয়েছেন ৪৯ জন। নিহতদের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫৮ জন শিক্ষার্থী, ২৪ জন ব্যবসায়ী, ২১ জন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, ১৯ জন বিক্রয় প্রতিনিধি, ১৭ জন এনজিও কর্মী, ১৩ জন ব্যাংক ও বীমা কর্মকর্তা-কর্মচারী, ৬ জন পোশাক শ্রমিক, ৫ জন নির্মাণ শ্রমিক, ৪ জন শিক্ষক, ৪ জন আইনজীবী, ৪ জন মসজিদের ইমাম বা খাদেম, ৩ জন প্রকৌশলী, ২ জন সাংবাদিক, ২ জন প্রতিবন্ধী, ১ জন পুলিশ সদস্য, ১ জন চিকিৎসক এবং ১ জন চীনা নাগরিক রয়ে ছেন। রোড সেফটি ফাউন্ডেশন বলেছে, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন ও সড়ক, বেপরোয়া গতি, চালকদের অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অক্ষমতা, নির্ধারিত কর্মঘণ্টা ও বেতনের অভাব, মহাসড়কে ধীরগতির যান চলাচল, তরুণদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো, ট্রাফিক আইন অমান্য, দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, বিআরটিএর সক্ষমতার ঘাটতি এবং গণপরিবহণ খাতে চাঁদাবাজি সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৫.০৭.২০২৬ এলিনা)

সহায়তার বদলে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যে জোর দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কে বড়ো ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। একতরফা বাণিজ্য সুবিধা বা অনুদানের পরিবর্তে এখন বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি সমতাভিত্তিক সম্পর্ক গড়তে চায় ওয়াশিংটন। ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন। রাজধানীর শেরাটন হোটেলে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস এবং আমেরিকান চেম্বার

অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচ্যাম) যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, `আমেরিকা ফার্স্ট, নীতির অর্থ এই নয় যে, যুক্তরাষ্ট্র একাই চলবে। পারস্পরিক স্বার্থ ও সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে একটি প্রকৃত অংশীদা রি গড়তে চায় তার দেশ। দুই দেশের মধ্যকার পারস্পরিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তিকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দক্ষতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। বাংলাদেশের গতিশীল বেসরকারি খাত এবং তরুণ জনশক্তির কারণে দেশটি ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রাখে বলে মনে করেন ব্রেন্ট ক্রি স্টেনসেন। তবে এই অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস, দুর্নীতি মোকাবিলা, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা এবং আরও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরির ওপর জোর দেন তিনি। জ্বালানি খাতে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত প্রযুক্তি, ডিজিটাল অর্থনীতি, স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা খাতে যৌথভাবে কাজ করার ব্যাপক সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদি আমিন বর্তমান সরকারকে `ব্যবসাবান্ধব, হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণে একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের জন্য নীতিগত সহায়তা, নিয়ন্ত্রণমুক্ত পরিবেশ এবং সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন তিনি। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি হস্তান্ত রের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে বিদেশি বিনিয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, বৃহৎ তরুণ জনগোষ্ঠী এবং প্রসারিত দেশীয় বাজার বিনিয়োগকারীদের জন্য বড়ো আকর্ষণ। মুনাফা নিজ দেশে ফেরত নেওয়ার সুযোগ, কর প্রণোদনা, অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং হাইটেক পার্কের সুবিধাগুলো কা জে লাগিয়ে আরও মার্কিন প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা। অ্যামচ্যাম সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল বলেন, গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তাদের চেম্বার তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। টেলিযোগাযোগ, ডিজিটাল অর্থনীতি, তৈরি পোশাক, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং এভিয়েশনের মতো খাতে বিনিয়োগ ও জ্ঞান হস্তান্তরে তারা সহায়তা করেছে। বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অ্যামচ্যাম সর্বদা প্রথম যোগাযোগমাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত রাখবে বলে তিনি জানান। অ্যামচ্যামের নির্বাহী কমিটিতে মার্কিন দূতাবাসের বাণিজ্যিক উপদেষ্টাকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি ব্যবসায়িক সম্প্রসারণে নতুন উদ্যোগ নিতে সহায়তা করবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। অ্যামচ্যামের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আহমাদ বলেন, একটি প্রতিযোগিতামূলক ও ভবিষ্যৎমুখী বাংলাদেশ গড়তে তাদের সংগঠন দুই দেশের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা বার্ষিকীর এই ক্ষণে অংশীদারি, বন্ধুত্ব ও যৌথ সাফল্যের নতুন অধ্যায়ের দিকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৫.০৭.২০২৬ এলিনা)

জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং পারস্পরিক অংশীদারিত্ব আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয়ের মধ্যদিয়ে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় উদ্‌যাপিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস। শনিবার (৪ জুলাই) ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশেষ মিউজিক্যাল পারফরম্যান্সের মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, পারস্পরিক আস্থা এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতার নানা দিক নিয়ে আ লোচনা করেন বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল দুই দেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিখ্যাত মার্কিন স্থপতি লুই কান যেমন বাংলাদেশের সংসদ ভবনের নকশা করে ইতিহাস গড়েছেন, ঠিক তেমনি বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রকৌশলী ফজলুর রহমান খান যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপত্য শিল্পে অনন্য অবদান রেখেছেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন কিংবদন্তি শিল্পী জর্জ হ্যারিসনের `কনসার্ট ফর বাংলাদেশ,-এর কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, রোববারের এই সংগীতায়োজন মূলত সেই একই মানবিক ও সাংস্কৃতিক চেতনারই ধারাবাহিকতা। আগামী দিনে বাণিজ্য, জলবায়ু পরিবর্তন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সন্ত্রাসবাদ দমন, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং শিক্ষা ও প্রযুক্তিসহ নানা খাতে দুই দেশের কাজ করার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত তা র বক্তব্যে ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাইয়ের ঐতিহাসিক ঘোষণার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতারা ঘোষণা করেছিলেন `সব মানুষ সমান,। তিনি জানান, ২৫০তম স্বাধীনতা দিবসে `আমেরিকা ফার্স্ট, নীতির আলোকেই বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব জোরদার করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাং লাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার ওপর জোর দিয়ে তিনি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে টেকসই নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক শান্তি রক্ষাকে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার প্রধান ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু হিসেবে আখ্যায়িত করেন জাতীয় সংসদের বিরো ধী দলের নেতা ডা. মো. শফিকুর রহমান। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া লাখ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর মানবিক সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের ধারাবাহিক সহায়তার প্রশংসা করে তিনি বলেন, পারস্পরিক স্বার্থ, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্র রক্ষার ভিত্তিতে দুই দেশের এই সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সু দৃঢ় হবে। অন্যদিকে,

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ মো . নূরুল ইসলাম মনি বলেন , সংসদ ভবনের মতো আইকনিক স্থাপনার সামনে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের এই আয়োজন দুই দেশের পারস্পরিক শ্রদ্ধা , বন্ধুত্ব ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের একটি বড়ো প্রতীক। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে উভ য় দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আরও শক্তিশালী হবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন। জমকালো এই আয়োজনে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য , ককাস সদস্য , সংসদ সদস্য , মার্কিন ও বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, সংসদ সচিবালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৫.০৭.২০২৬ এলিনা)

মিয়ানমার সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

মিয়ানমার সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। রবিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ তথ্য জানান। আরাকান আর্মি প্রধান আহত হয়ে বাংলাদেশে চিকিৎসা নিচ্ছেন এমন খবর বেরিয়েছে- এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে কোনো তথ্য আছে কিনা, তা জানতে চান এক সাংবাদিক। জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে আমার কাছে কোনো তথ্য নেই। মিয়ানমার সীমান্তে দেশটির সামরিক বাহিনী আরাকান আর্মিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ জোরদার করেছে। সীমান্তের এপাড়ে থাকা বাংলাদেশের নাগরিকরা উদ্বেগের মধ্যে আছে। এমন পরিস্থিতিতে আরও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের কোনো পদক্ষেপ আছে কিনা? এ প্রশ্নের জবাবে ড. খলিলুর রহমান বলেন, সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে আমরা নজর রাখছি। আমরা সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

১৬ জুলাইকে `জুলাই শহিদ দিবস, ঘোষণার সিদ্ধান্ত

আগামী ১৬ জুলাইকে `জুলাই শহিদ দিবস, হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। রোববার (৫ জুলাই) দুপুরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের সময় ওইদিন (১৬ জুলাই) দুটি অত্যন্ত আলোচিত হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। যার প্রভাব শুধু দেশের ভেতরেই নয়, বরং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং চলমান আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তুলেছিল। তিনি আরও জানান, ঐতিহাসিক এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আগামী পাঁচ আগস্টকে `গণ-অভ্যুত্থান দিবস, হিসেবে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করবে সরকার। এ দিন চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে শহিদ ও আহত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি ও শহিদদের স্মরণে জুলাই মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সরকার। এর অংশ হিসেবে ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর তৎকালীন নিপীড়নের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে `ক্যাম্পাসের ক্ষতচিহ্ন বা প্রতিরোধের সূচনা, শিরোনামে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। ১৮ জুলাই দেশব্যাপী `প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্যান্স ডে, পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই দিন আর্মি স্টেডিয়ামে একটি বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ এবং প্রতিবাদী গানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ২৪ জুলাই আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে একটি বিশেষ সমাবেশের আয়োজন করা হবে। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন বলেন, চব্বিশের আন্দোলনের অন্যতম দুই প্রতীক শহিদ আবু সাঈদ এবং শহিদ ওয়াসিম আকরামের স্মরণে বিশেষ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছে সরকার। পাশাপাশি তিনি একটি বড়ো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ঘোষণা দিয়ে বলেন, গত ১৭ বছরে যারা গুম, খুন ও নানাবিধ রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, সেসব পরিবারের সদস্যদের পুনর্বাসন, আইনি সহায়তা ও সার্বিক দেখ-ভালের জন্য সরকার একটি নতুন `অধিদপ্তর, গঠন করতে যাচ্ছে। আন্দোলনের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে এবং আহত ও শহিদদের পরিবারকে যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে পুনর্ব্যক্ত করেন প্রতিমন্ত্রী। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

নিরাপত্তা কৌশল যাতে সরকারপ্রধানকে জনগণ থেকে দূরে না রাখে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিরাপত্তা কৌশল যাতে সরকারপ্রধানকে জনগণ থেকে দূরে ঠেলে না দেয়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে পিজিআরের সকল কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী আজ দুপুরে ঢাকা সেনানিবাসে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট পিজিআর-এর ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "একটি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান হিসেবে আমি জনগণের বিশ্বাস এবং ভালোবাসার ওপর আমার আস্থা ও নির্ভরতা বজায় রাখতে চাই। সুতরাং, নিরাপত্তা কৌশল যাতে সরকার প্রধানকে জনগণ থেকে দূরে ঠেলে না দেয়। নিরাপত্তা কৌশল এমনভাবে বিন্যাস করা জরুরি, জনগণ যাতে নিজেদেরকে সরকার প্রধান থেকে বিচ্ছিন্ন মনে না করেন। সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য আমি আপনাদের প্রতি বিশেষভাবে আহবান জানাই।„ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে বিশেষভাবে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত সদস্যগণই এই রেজিমেন্টে দায়িত্ব পালনের জন্য যথানিয়মে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট সেনাবাহিনীরই অধীন একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। সুতরাং, পেশাদারিত্ব, আনুগত্য এবং শৃংঙ্খলার সমন্বয়ে পিজিআর সদস্যগণ নিজেদের ওপর

অর্পিত দায়িত্ব যথারীতি পালন করবেন এটিই বিধিবদ্ধ নিয়ম। আপনাদের কার্যক্রমের মাধ্যমেই পিজিআরের দক্ষতা এবং একনিষ্ঠতা ফুটে উঠবে, এটি আমার প্রত্যাশা।„ পিজিআরের কাজটি অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ”এর কারণ রাষ্ট্র ঘোষিত অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার দায়িত্বপালন করাও আপনাদের অন্যতম কর্তব্য। এ দায়িত্ব পালনে আপনাদেরকে নানারকমের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। এসব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আপনাদের বিশ্বস্ততা, দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্যপরায়ণতা আপনাদেরকে নিঃসন্দেহে একটি সুশৃংঙ্খল বাহিনী হিসেবে পরিচিত করেছে।„ (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

২০২৭ সালের এপ্রিলে কমলাপুর পর্যন্ত চালু হচ্ছে মেট্রোরেল

রাজধানীতে মেট্রোরেলের যাত্রী চাহিদা মেটাতে ২০২৭ সালের এপ্রিলে মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিতাংশ চালু হবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (লাইন-৬) পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. আবদুল ওহাব জানান, বর্ধিত লাইনে আগামী বছরের এপ্রিলে বাণিজ্যিকভাবে মেট্রোরেল চলাচল শুরু হবে। এর আগে, জানুয়ারি মাস থেকে খালি ট্রেন চালিয়ে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করা হবে। তিনি বলেন, নিয়মিত যাত্রীসেবার সময় পার হওয়ার পর রাতের বেলা উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে কমলাপুর পর্যন্ত পুরো রুটজুড়ে এই পরীক্ষামূলক চলাচল পরিচালনা করা হবে। এটি দেশের প্রথম মেট্রোরেল রুট, যাকে কর্মকর্তারা লাইন-৬ বলে অভিহিত করছেন। প্রকল্প কর্মকর্তারা জানান, চলতি বছরের জুন মাসের মধ্যে ১.১৬ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট, একটি স্টেশন ও রেল ট্র্যাক নির্মাণসহ পুরো সম্প্রসারণ কাজের প্রায় ৭৭ শতাংশ শেষ হয়েছে। বর্তমানে স্টেশনের স্থাপত্য এবং প্রবেশ-বাহির পথের কাজ চলছে। কর্মকর্তারা আরও জানান, ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত কমলাপুর স্টেশনের সমস্ত পাইল, পাইল ক্যাপ, পিয়ার, স্টেশন কলাম, প্রিকাস্ট, কনকোর্স ছাদ, প্ল্যাটফর্ম স্ল্যাব, ট্র্যাক স্ল্যাব, প্যারাপেট ওয়াল এবং স্টিলের ছাদ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাদের দেওয়া তথ্যমতে, কমলাপুর স্টেশনের জন্য স্বয়ংক্রিয় দরজা, সিগন্যালিং সিস্টেম এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি শিগ্গিরই স্থাপনের জন্য আনা হবে। আগামী দুই মাসের মধ্যে ট্র্যাক স্থাপনের কাজ শেষ হবে বলে তারা আশা করছেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

পে-স্কেলের গেজেট জুলাইয়ে হচ্ছে না, চূড়ান্ত সময় নির্ধারণ

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতন কাঠামো সংক্রান্ত গেজেট চলতি জুলাই মাসে প্রকাশ হচ্ছে না। প্রশাসনিক প্রস্তুতি এবং সফটওয়্যার-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে গেজেট আগামী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বা শেষ সপ্তাহে জারি হতে পারে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র। অর্থ মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, নতুন বেতন কাঠামোর খসড়া প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আর্থিক সক্ষমতা, প্রশাসনিক বাস্তবতা এবং ডিজিটাল বেতন ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গেজেট প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। ফলে নির্ধারিত সময়ের তুলনায় কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। তবে গেজেট প্রকাশে দেরি হলেও, নতুন বেতন কাঠামোর কার্যকারিতা ১ জুলাই থেকেই গণ্য করা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সরকারি চাকরিজীবীরা বকেয়াসহ বর্ধিত বেতন পাবেন। গেজেট প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্তদের মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। নতুন বেতনের হার, ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের পদ্ধতি, বিভিন্ন ভাতা এবং অবসরকালীন সুবিধা নিয়ে এখনও স্পষ্ট ঘোষণা আসেনি। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ধাপে ধাপে নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিলম্বের অন্যতম কারণ হলো সফটওয়্যার প্রস্তুতি। বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, ইনক্রিমেন্ট, পেনশন, গ্র্যাচুইটি ও জিপিএফসহ অধিকাংশ আর্থিক কার্যক্রম ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার ইএফটি এবং আইবাস সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ধাপে ধাপে মূল বেতন কার্যকর করতে হলে এসব ব্যবস্থায় বড়ো ধরনের কারিগরি পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ সমিতির আহ্বায়ক আব্দুল মালেক বলেন, একাধিক ধাপে মূল বেতন কার্যকর করা হলে একই কর্মচারীর জন্য বারবার পে-ফিক্সেশন করতে হবে। এতে সফটওয়্যারে পরিবর্তন, প্রশাসনিক জটিলতা এবং ভুলের ঝুঁকি বাড়তে পারে। পাশাপাশি পদোন্নতি, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও অবসরজনিত সুবিধা নির্ধারণেও জটিলতা তৈরি হতে পারে। সবচেয়ে বেশি উদ্বেগে রয়েছেন অবসরের দ্বারপ্রান্তে থাকা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। কারণ তাদের পেনশন, গ্র্যাচুইটি এবং ছুটির নগদায়ন শেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। ডিজিটাল ব্যবস্থায় ধাপে ধাপে এসব সুবিধা সমন্বয় করা কঠিন হতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন। এ পরিস্থিতিতে আব্দুল মালেক প্রথম ধাপেই শতভাগ মূল বেতন কার্যকর করে পে-ফিক্সেশন সম্পন্ন করার প্রস্তাব দিয়েছেন। পরে বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য ভাতা পর্যায়ক্রমে যুক্ত করার পরামর্শ দেন তিনি। এতে সফটওয়্যারের ওপর চাপ কমবে এবং অবসরপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বৈষম্যের আশঙ্কাও থাকবে না বলে তার মত। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

জুলাই বিপ্লবে স্নাইপার ব্যবহারের প্রমাণ মিলেছে

২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আন্দোলনকারীদের দমাতে তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে স্নাইপার রাইফেল ব্যবহার করা হয়েছিল বলে প্রমাণ পেয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়

থেকে শুরু করে বিভিন্ন মেয়াদে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ দিয়ে দেশে যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল, তার সমস্ত অপকর্ম খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলে দল নিষিদ্ধের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার আইনি বিধান রয়েছে। রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নিজ কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসব তথ্য জানান চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, নানা সময়ে আওয়ামী লীগ ব্যক্তি ও দলগতভাবে গুম-খুনের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িয়েছে। সরকারের পাশাপাশি একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবেও তারা মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। জুলাই বিপ্লবের সময় নৃশংস কায়দায় আন্দোলন দমনে স্নাইপার রাইফেল ব্যবহারের বিষয়টি আমাদের তদন্তে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। বিচারের ক্ষেত্রে সরকারের কোনো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নেই উল্লেখ করে তিনি আরও জানান, এই অপরাধযজ্ঞে আওয়ামী লীগের সঙ্গে অন্য কোনো দলের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে তাদেরও বিচারের আওতায় আনা হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

BBC

IRAN'S SUPREME LEADER ABSENT AS SENIOR OFFICIALS ATTEND AYATOLLAH'S FUNERAL

Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei was conspicuously absent from his father's funeral, as senior regime figures joined thousands paying their respects to the late Ayatollah on Sunday. Ali Khamenei's other three sons - Masoud, Mostafa and Meysam - all attended the service on Sunday, alongside officials including President Masoud Pezeshkian and Revolutionary Guards chief Ahmed Vahidi. Speculation about Mojtaba's condition - fuelled by rumours he was wounded in the same US-Israel air strikes that killed his father - has continued as he has not appeared in public since his appointment in early March. The elder Khamenei ruled the Islamic republic from 1989 until his death in February. Official funeral proceedings for late supreme leader began on Friday, with events planned across Iran and Iraq over the coming week. Iranian authorities say 12-20 people are expected to attend the ceremonies, which they are calling the "funeral of the century".

(BBC News Web Page: 05/07/26, FARUK)

US MARKS 250TH BIRTHDAY WITH FIREWORKS, FLYOVERS & EXTREME WEATHER

The US has marked its 250th birthday with fireworks and flyovers - but celebrations across the country were complicated by extreme weather. "The American dream is back," US President Donald Trump told a cheering crowd during a delayed rally in Washington's National Mall, before what he described as the world's largest fireworks display. The 4 July federal holiday commemorates the 13 US colonies signing the Declaration of Independence in 1776 to end British rule. Despite the celebrations, Trump has been criticized for marking himself central to the milestone and politicizing the celebrations. The president's speech, which wrapped up just before midnight, touched on political themes including the rejection of communism, his backing of the Save America Act and the right to bear arms.

(BBC News Web Page: 05/07/26, FARUK)

CHINA AND RUSSIA TO HOLD ANNUAL JOINT NAVAL DRILLS

The Chinese and Russian navies will hold joint exercises in the waters and airspace off China's eastern coast this coming week. In a statement on Sunday, the Chinese Ministry of Defence said the annual drills off the major port of Qingdao would be followed by joint maritime patrols in unspecified areas of the Pacific Ocean. Separately, Russian state media reported that a cruiser, a corvette, a diesel-electric submarine and a rescue vessel from Russia's Pacific Fleet had arrived in Qingdao for the drills that are set to run from Monday to July 13. China's Northern Theatre Command said its participating forces include two destroyers, a frigate, a submarine, a supply ship and a rescue vessel. The two navies are expected to conduct reconnaissance, air and missile defence, and surface-strike exercises.

(BBC News Web Page: 05/07/26, FARUK)

IRAN'S CHINA ENVOY VOWS 'SPECIAL' HORMUZ TREATMENT FOR 'FRIENDLY' COUNTRIES

Iran's ambassador to China says ships transiting the Strait of Hormuz would be charged new fees but added that China and other "friendly" countries would be granted "special considerations". An initial deal signed by Iran and the United States last month to halt hostilities stipulated that commercial ships would transit the key waterway free of charge for 60 days, but it remained unclear what policies will be in place after that period. While

negotiations on a permanent settlement are ongoing, the US said Iran will not be permitted to charge tolls or fees for vessels transiting the strait under any final agreement. Speaking to the World Peace Forum in Beijing on Saturday, Ambassador Abdolreza Rahmani Fazli said Iran was working in "collaboration and cooperation" with Oman on "new arrangements" for the strait. (BBC News Web Page: 05/07/26, FARUK)

TRUMP OFFERS TO HELP END RUSSIA-UKRAINE WAR IN PUTIN CALL: KREMLIN

US President Donald Trump has offered to help Russian President Vladimir Putin find a solution to the Ukraine war, Kremlin aide Yury Ushakov said. Ushakov said that Trump made the offer during a nearly 90-minute phone call on Saturday to discuss the war in Ukraine ahead of a NATO summit in Ankara. "The American president once again confirmed his readiness to work towards a rapid end to the fighting and find solutions to overcome the crisis," Ushakov said in comments released on Sunday.. Ushakov, who described the conversation as "businesslike and quite constructive", said Russia sought "a political-diplomatic resolution of the conflict, with due account of Russia's fundamental approach". The Ukrainian president said he and Trump discussed the war's 1,200-km front line.
(BBC News Web Page: 05/07/26, FARUK)

JAILED GAZA HOSPITAL CHIEF IN LIFE-THREATENING CONDITION: RIGHTS GROUP

The son of a prominent Palestinian doctor abducted and held by Israel without charge has issued an urgent appeal for his father's release, warning that his health has sharply deteriorated after more than 555 days in prison, as a rights group warned that his life was in danger. Elyas Abu Safia, the son of Dr Hussam Abu Safia, said in a video message on Sunday that his father, the director of Kamal Adwan Hospital in northern Gaza, showed signs of severe abuse after Israeli authorities transferred him to solitary confinement in a maximum-security prison. "The day before yesterday, the lawyer Nasser Odeh managed to visit my father, where he told us painful details about this visit," said Elyas, who is also a doctor. (BBC News Web Page: 05/07/26, FARUK)

:: THE END ::